Mary Carpenter Series

মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলি।

SURUCHIR KUTIR.

BY

DVARAKANATH GANGULI.

সুরুচির-কুটীর।

প্রথম ভাগ।

(অল্প আয়ে সুখ সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এবং পরোপকার সাধনের উপায়।)

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:
ROY PRESS DEPOSITORY.

1880.

PRINTED BY BIPIN VEHARY ROY AT THE ROY PRESS.
17 *Bhowanichurn Dutt's Lane*, CALCUTTA.

উৎসর্গ।

পরম কল্যাণীয়া

কল্যাণবরেষু।

বৎসে,

ধনীর গৃহে কুটীরবাসিনী সুরুচি সমাদরে গৃহীত হইবেন, আশা করিতে পারি না। কিন্তু তোমার পিতৃগৃহ এখন শূন্য,—তুমি নিরাশ্রয়া অনাথা বালিকা; কুটীর তোমার পক্ষে অযোগ্য আশ্রয় নহে। সুরুচিকে তোমার জীবনের আদর্শ করিয়া তুমি যদি তাঁহার সদ্গুণ সকল লাভ করিতে সমর্থ হও, আমার প্রত্যাশা আছে, তোমার পক্ষেও একদিন কুটীরে সংস্থান হইতে পারে। পিতৃদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করিলে এই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের কতক সান্ত্বনা হইবে।

কলিকাতা।
১ মাঘ ১২৮৬।

শুভাশীর্ব্বাদক।
শ্রী

বিজ্ঞাপন।

জাতীয় ভারতসভার স্থাপয়িত্রী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার
াকান্তরিত হইলে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন রাখিবার জন্য তদীয়
মানিত নামে বঙ্গীয় মহিলাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাবলি
চারের প্রস্তাব হয়।

আশা করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় সম্বৎসর প্রচারিত বর্ত্তমান
হ বঙ্গ কামিনীগণের সাহিত্য শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।
এম্, এন্, নাইট।
জাতীয় ভারত সভার বঙ্গশাখার অবৈতনিক সম্পাদক।

সুরুচিরকুটীর।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিশীথে।

রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। শরদের নির্ম্মল আকাশে পৌর্ণমাসী চন্দ্রমা আপনার পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, আর স্বচ্ছ-সলিল-দর্পণে আপনার রূপ দেখিয়া হাসিতেছেন। এক এক খানি ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র মেঘ তাঁহার মুখ গুলে পতিত হইয়া তাঁহাকে ঢাকিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন পরম রূপবতী রমণী আপনার অপার সৌন্দর্য্য রাশি দর্পণে দর্শন করিয়া একাকিনী নির্জ্জনে হাসিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে তাহার প্রেমানুরাগী কৃষ্ণকায় পুরুষ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় চাপিয়া ধরিতেছেন, মুহূর্ত্তে হস্ত তুলিয়া লইতেছেন, আবার চাপিয়া ধরিতেছেন। প্রকৃতি এই প্রেমের খেলা খেলিতেছেন; এমন সময়ে তিন ব্যক্তি কলিকাতার পূর্ব্ব প্রান্তের একটী রাস্তা দিয়া উপনগরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি আজ দশ বৎসর কলিকাতায় আছি, তথাপি এখনও কলিকাতার সকল স্থান চিনিতে পারিলাম না। এ পথ দিয়া আর কখনও যাই নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, কি স্পর্দ্ধা ; তোমার কথা শুনিলে হাসি পায় ; মূর্খ, তুমি দশ বৎসর কলিকাতায় থাকিয়াই মহা-নগরীর সকল স্থান চিনিতে অভিলাষ করিয়াছ ? কলিকাতা আমার জন্ম-ভূমি, বাল্যকাল হইতে আমি এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি, তথাপি আমি আজও ইহার দুই আনা স্থান চিনিতে পারি নাই।

প্রথম—এ কথা যথার্থ বটে, কলিকাতা আপনার জন্ম-স্থান হইলেও, আপনি কখনও ঘরের বাহির হন, এমত বোধ হয় না ; বিলাস শয্যা আপনার চির সহচর। আমি এই দশ বৎসরেই নগরের অনেক স্থান চিনিতে পারিয়াছি। আপনার ন্যায় যদি আমার অবকাশ থাকিত, আমি এই নগরের সমুদয় স্থান এতদিনে বিলক্ষণ চিনিতে পারিতাম।

দ্বিতীয়—হাঁ, সে বাহাদুরী তোমার আছে বটে, তোমার পক্ষে ফেরিওয়ালার ব্যবসায় অবলম্বন করাই উচিত ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি দেখিলেন, বিষম বাদানুবাদ চলিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং তিনি তর্ক-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বলিলেন, এমন ক্ষুদ্র গলি এত পরিষ্কার আমি আর কখনও দেখি নাই ; এ পাড়ায় কাহাদিগের বাস ?

দ্বিতীয়—বোধ হয়, চুণাগলির ইড্রুস ভায়াদিগের, নতুবা এ স্থানের প্রতি মিউনিসিপালিটীর এত কৃপাদৃষ্টি হইবে কেন ? কি অবিচার, যে সকল স্থানে বাঙ্গালী ধনকুবেরেরা বাস করেন, সেই সকল স্থানও এইরূপ পরিষ্কার রাখা হয় না, আর কুটীর-বাসী ফিরিঙ্গিদিগের আবাস স্থান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত এত যত্ন। দেখিয়াছ, এ পাড়ায় একটীর অধিক অট্টালিকা নাই, আর সকল গুলিই খোলার ঘর।

তৃতীয়—অদৃষ্টের লিপি কিরূপে খণ্ডাইবেন ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম—নিয়তির প্রতি নির্ভরই আমাদিগের সর্ব্ব অমঙ্গলের মূল। নিজ যত্নে যাহা হইতে পারে, আমরা কি তাহাও করিতে চেষ্টা করি। কুটীরবাসী ফিরিঙ্গিদিগের ত এত নিন্দা করিলেন, কিন্তু তাহারা আপনাপন বাড়ী ঘর যেরূপ পরিষ্কার রাখে, কলিকাতার কয় জন বাঙ্গালী বড়লোক নিজের রাজ-প্রাসাদ সেরূপ পরিষ্কার রাখিয়া থাকেন?

দ্বিতীয়—তুমি চিরদিন সাহেবির ভক্ত; সুতরাং সাহেবির নিন্দা তোমার কর্ণে ভাল লাগিবে কেন?

প্রথম—কোন দিন কাহারও ভক্ত নহি; তবে যাহার যাহা ভাল, তাহারই প্রশংসা করি, কৃত্রিম স্বদেশানুরাগিতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কখনও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি। দেখুন দেখি, এই খোলার ঘর গুলিও কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। বহির্দৃশ্যও কেমন সুরুচির পরিচায়ক। এক একটী গৃহের চতুর্দ্দিকে কেমন সুপ্রশস্ত দরজা ও সুন্দর জানালা রহিয়াছে, মনুষ্যের জীবন ধারণের পক্ষে যে বায়ু ও আলোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে ও প্রচুর পরিমাণে এই সকল গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে এই তিন ব্যক্তি নিজ লক্ষ্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। ইহারা পথিক, সুতরাং ইহাদিগের পরিচয়ে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূতের বাড়ী।

যে ক্ষুদ্র পল্লীর কথা লইয়া পথিকেরা আলাপ করিতেছিলেন তথায় যে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে, জন ডানিয়াল নামক এক জন ফিরিঙ্গি সেই গৃহটী নির্ম্মাণ করেন। ডানিয়ালে কোন পূর্ব্ব পুরুষ ইউরোপ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার শরীরের কান্তি দর্শন করিলে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ডানিয়াল শ্মশান-কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তথাপি তিনি গর্ব্ব করিয়া সর্ব্বদাই বলেন, তাঁহার পিতা লর্ড ক্লাইবের পিতা মহের শ্যালক পুত্র, এবং তাঁহার মাতা ফরাসী-সেনাপতি কাউণ্ট লালির নিকট সম্পর্কীয়া মহিলা। সুতরাং তাঁহার পি মাতৃ উভয় কুলই বীর-ধর্ম্মান্বিত। তিনি প্রতিদিন ভারতবর্ষকে যে কত শত বার অভিসম্পাৎ করিয়া থাকেন, তাহা বলা যা না। তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এই অধম গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রখর সূর্য্যে তাপে দগ্ধ হইয়া তাঁহার শরীর অঙ্গারবৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে প্রতি দিন অনেক সাবান, অনেক পাউডার ব্যয় করিয়া ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না। তিনি কখ কখনও বলিয়া থাকেন, এই হতভাগ্য দেশে আর থাকিবে না, শীঘ্রই স্বদেশ—বিলাত যাত্রা করিবেন।

ডানিয়াল প্রকৃত বীরের বংশে যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার আর কোন পরিচয় পাওয়া না যাউক, দরিদ্র প্রতি বেশীদিগের সহিত প্রতিদিন বিরোধ কালে কতক প্রম

পাওয়া যাইত। তিনি চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিতেন, আমি যদি খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় ক্ষমাশীল না হইতাম, তবে এক দিনেই এই হতভাগাদিগকে সবংশে নির্ম্মূল করিতে পারিতাম। ইহারা জানে না যে, আমরা বীরের সন্তান, বন্দুক আমাদিগের অঙ্গের আভরণ, এখনই গুলি করিয়া এই অসুরকুল নিধন করিতে পারি; তবে শৃগাল কুকুর মারিয়া হস্ত মলিন করিতে চাহি না। ডানিয়াল অপেক্ষাও তাঁহার গৃহিণী এবং সন্তানেরা অধিক দুর্দ্দান্ত ছিলেন। ঐ পাড়ায় কতকগুলি ইতর মুসলমান ও চণ্ডাল বাস করে, এই বীরবংশের অত্যাচারে তাহারা অতিশয় জ্বালাতন হইয়াছিল। কিন্তু কোন অত্যাচারই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই অসহায় লোকদিগেরও অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার একটী আকস্মিক উপায় উপস্থিত হইল।

এক দিন রাত্রিযোগে ডানিয়ালের গৃহে হাড়, ইট, পাটকেল প্রভৃতি নানা প্রকার আবর্জ্জনা পড়িতে লাগিল। কোথা হইতে পড়িতেছে, কে ফেলিতেছে, তাহার কোন নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না। ডানিয়াল ও তাঁহার পুত্রেরা নানা প্রকার গালিবর্ষণ করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মুখেও আবার ঐরূপ কতকগুলি আবর্জ্জনা পতিত হওয়াতে তাঁহারা ভীত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পাড়ার লোকেরা তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে সমাগত হইল। কিছুকালের মধ্যেই এই উৎপাত থামিয়া গেল। প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল বলিয়া ডানিয়াল তাহাদিগের নিকট কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ হইলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি সাহেব; কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীরা তাঁহার উপকারার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইলে বাড়ীর কুকুরের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

পর দিবস প্রত্যুষে ডানিয়াল পরিবারের বীরগর্ব্ব পুনর
ারম্ভ হইল। তাঁহারা প্রথমে অনেক আস্ফালনের কথা ক
ান। এক দিনে সমুদয় ভুতের ভয় দূর করিবেন, এই বলি
িস্তল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। ডানিয়াল রো
াথলিক খৃষ্টান, সুতরাং শয়তানের ভয় বিলক্ষণ আছে। পি
রিষ্কার করিতে করিতে ভাবিলেন, ইহা প্রকৃত ভুতের অত
ার হওয়াও অসম্ভব নহে। যদি প্রকৃত ভুতই হয়, তবে ভুত
লি করিয়া কি করিব। বরং তাহাতে আমারই অনি
ম্ভাবনা। ডানিয়াল এই চিন্তা করিয়া পিস্তল পরিত্যাগ ক
লন। আবার ভাবিলেন পাড়ার ইতর লোকেরা অতি অ
তাহারা নিজ নিজ গৃহ এমন অপরিষ্কার রাখে যে, তাহা দে
লই শয়তানের আবাস স্থান বলিয়া বোধ হয়। ভুত
এইরূপ কদর্য্য স্থানেই বাস করিয়া থাকে। পাড়ার লো
এত অপরিষ্কার না থাকিলে আমাদিগকে এই উৎপাত
করিতে হইত না, এই বলিয়া পাড়ার লোকদিগকে গালি
আরম্ভ করিলেন। তাহাদের কেহ কিছু বলিল না। দুই
চলিয়া গেল, তৃতীয় রাত্রিতে ভুতের উৎপাত পুনরায় আ
হইল। পাড়ার লোকের অপরিচ্ছন্নতাই এই উৎপাতের
জানিয়া ডানিয়াল প্রতিদিন পাড়ার লোকদিগকে অতি
গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ভুতের উপদ্রব
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতি রাত্রিতেই উপদ্রব হইতে লা
ডানিয়াল উপায়ান্তর অভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থান
আবাস স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এই বাড়ী বিক্রয় করিবার
পন দেওয়া হইল। কিন্তু ভুতের বাড়ী বলিয়া কেহ ক্রয় ক
[illegible] হইল না অনেক দিন বাড়ীটী খালি পড়িয়া রহিল।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসহায় বালক।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র ঘোষ নামক এক ষোড়শবর্ষীয় বালক কলিকাতায় উপস্থিত হয়। সুরেশের নিবাস পুর্ব্ব ময়মনসিংহের একটি ভদ্র পল্লীতে। সুরেশের পিতা উক্ত পল্লীগ্রামের এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জন-ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু তিনি ব্যয়শীল ছিলেন বলিয়া কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। সুরেশ তাঁহার একমাত্র সন্তান; সুরেশের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতার পরলোক হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সুরেশের পিতা বিষয় কার্য্যে বড় অনাসক্ত হইয়া পড়েন। তদবধি তাঁহার আয়ের অল্পতা হইলে পরও ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারিলেন না; ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। সুরেশ এই সময়ে ময়মনসিংহ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। সুরেশ, বুদ্ধিমান, সদাচারী, শান্ত ও নম্র-প্রকৃতি। সে যখন যে শ্রেণীতে পড়িত, তখনই সেই শ্রেণীর একজন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিল। তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিত। এমন সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। সুরেশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেহ ছিল না। সংসারের গুরুভার তাহার মস্তকে পতিত হইল। জ্ঞাতিবর্গ ও গ্রামিক লোকে পরামর্শ দিয়া পিতৃশ্রাদ্ধে তাহার তিন চারি শত টাকা ব্যয় করাইলেন। গৃহের তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে তাহার সমুদয় বিক্রয় করা হইল।

নিষ্প্রয়োজনে অনেকগুলি গৃহ রাখিয়া কোন লাভ নাই ব
অধিকাংশ গৃহও বিক্রীত হইল। সুরেশ তখনও জানিত না
তাহার পিতা পাঁচ শত টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। সুত
জ্ঞাতি ও গ্রামবাসী লোকদিগের পরামর্শানুসারে শ্রাদ্ধের
করিতে সে সঙ্কুচিত হয় নাই। দুই শত টাকা বার্ষিক আ
তাহাদিগের একখানি তালুক ছিল। সুরেশ মনে মনে বি
চনা করিল, ইহার দ্বারাই আমার পাঠের সমুদয় ব্যয় নি
হইতে পারিবে।

শ্রাদ্ধের পর সুরেশ ময়মনসিংহে অধ্যয়নার্থ পুনরা
করিলে পর, দুই মাস গত না হইতেই জানিতে পারিল তা
এক জ্ঞাতি ভ্রাতার কুপরামর্শে মহাজনেরা আদালতে অভি
উপস্থিত করিয়াছে। ঋণদাতাগণ মোকদ্দমায় জয়লাভ ক
অনতিকাল মধ্যে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া হইল। সু
সম্পূর্ণ রূপে সহায় সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িল। তাহাকে অ
দেয় এমন লোক নাই। ষোড়শবর্ষীয় বালক, চারি দিকে
বিপত্তি সাগর, পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাইল
কিন্তু অনেক লোক যেমন বিপদে বিষম অবসন্ন হইয়া
সুরেশের প্রকৃতি তেমন ছিল না। সুরেশ বালক হইলেও বি
সাগরে এককালে ডুবিয়া গেল না, ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় বিপদ
ঙ্গের উপর ভাসিতে লাগিল। কিছুকাল চিন্তা করিয়া এই
ধারণ করিল, ময়মনসিংহে থাকিয়া অধ্যয়ন করার আমার
সুযোগই হইবে না। এখানে থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক
জ্ঞাতিবর্গের উপহাসের পাত্র হওয়া অপেক্ষা স্থানান্তরে য
যদি অনাহারে মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়। শুনিয়াছি, কলিক
অনেক পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের
যাইয়া তাঁহাদিগের কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করিব। আশা

আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া সুরেশ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার পথ-খরচের জন্য কেবল দুই টাকা মাত্র সম্বল ছিল। কলিকাতা পর্য্যন্ত সমুদয় পথ তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে হইল। পদচারণায় সুরেশের তেমন পটুতা ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিতে তাহার পনর দিন সময় লাগিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাহার পাথেয় স্বরূপ এক পয়সা ব্যয় হয় নাই। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চলে যে দুই টাকা ছিল, তাহা অক্ষত রহিয়াছে। সুরেশ গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়া দুবেলা আহার করিত। খেয়া নৌকার পারানি পর্য্যন্ত তাহাকে দিতে হয় নাই। নৌকায় পার হইবার কালে পথিকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কে কোথায় যাইবে। সুতরাং খেয়া নৌকায় সুরেশকেও আপন গন্তব্য স্থানের পরিচয় দিতে হইত। একজন ষোড়শ বর্ষীয় বালক একাকী পদব্রজে কলিকাতা যাইতেছে, শুনিয়া সকলেই অবাক হইত। তাহার এমন দুঃসঙ্কল্পের কারণ কি, অনেকেই জিজ্ঞাসা করিত। নিষ্প্রয়োজনে পথিকের নিকট আত্মদুর্গতির পরিচয় দিতে সুরেশের প্রবৃত্তি হইত না। তাহার অনিচ্ছা দেখিয়া লোকে আরও আগ্রহ প্রকাশ করিত, না বলিলে বিরক্ত হইত ও তিরস্কার করিত। কাযেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে আত্ম জীবনের কাহিনী জ্ঞাপন করিতে হইত। এমন বালকের এত দুর্গতির কথা শুনিয়া সকলেই তাহার দুঃখে দুঃখিত হইত। ভদ্রসমাজের শিরোভুষণেরা ইতর লোকদিগকে যত কঠিন হৃদয়ী বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহাদিগের হৃদয় তত কঠিন নহে; অনেক বাক্‌পটু সুশিক্ষিতের ন্যায় তাহাদিগের মুখ-ভারতী করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও হৃদয় আছে; প্রকৃত দুঃখের কথা শুনিলে তাহাদিগের হৃদয় বিলক্ষণ দ্রব হইয়া থাকে। কোন

নের পাটনীরাই তাহাকে পার করিবার নিমিত্ত কপর্দ্দ
হণ করে নাই। খেয়া নৌকার যাত্রীদিগের অধিকাংশ ই
াক হইলেও তাহারা সুরেশের দুঃখের কথা শুনিয়া তাহা
জ গৃহে লইয়া যাইয়া অতিথি করিতে চাহিয়াছে। এক
ায়া ঘাটে এত লোক তাহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে
। কাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কাহাকে কৃতার্থ করিবে, ত
ঝিতে পারিত না। দরিদ্র লোকেরা তাহার দুঃখে কা
ইয়া তাহাকে যেরূপ স্নেহ ও সমাদর করিয়াছে, তাহা দে
রেশের হৃদয়ে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, কলিকা
গলে তাহার সাহায্য প্রাপ্তির অপ্রতুল হইবে না।

সুরেশ কেবল মাত্র দুই টাকা সম্বল লইয়া কলিকাতায়
স্থিত হইয়াছে। এমন প্রকাণ্ড নগর সে আর কখনও দে
াই। কলিকাতা হইতে আট মাইল পূর্ব্ব উত্তরে, একটী
ল্লীর এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে সুরেশ গত রাত্রি যাপন ক
বলা দশ ঘটিকার সময় কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিয়া
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সহস্র সহস্র অত্যুৎকৃষ্ট গাড়ী দে
র্শন করিয়া সুরেশের মনে হইল, যে নগরে এত ধনী লো
াস, তথায় আমার ন্যায় একটী অসহায় বালকের আশ্রয়
অবশ্যই পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব রাত্রিতে যদিও কৃষক তাহ
পরম যত্নে আহার করাইয়াছিল, তথাপি পথশ্রান্তিতে ত
জঠরানল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং
স্থায়ী আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে কোথাও আ
হইয়া উদর নিবৃত্তি করা তাহার নিকট শ্রেয় বোধ হইল।
গৃহে অতিথির বড় সম্মান থাকে না, এই ভাবিয়া মধ্যবিধ
ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাই সুরেশের বিবেচনা
হইল। তদনুসারে অনেকের বাড়ী পর্য্যটন করা হইল,

কেহই অতিথিকে স্থান দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া সুরেশ অনেক বড় লোকের গৃহেও উপস্থিত হইয় আশ্রয় প্রার্থনা করিল। কিন্তু দ্বারপালেরা "হুকুম নেহি" বলিয় দ্বার হইতেই তাহাকে তাড়াইয়া দিল। ক্ষুধায় অধীর হইয় অসহায় বালক এক ময়রা দোকানে প্রবেশ করিল। চাি আনার কমে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না। সুরেশকে গাইটের টাক এই প্রথম ভাঙ্গিতে হইল। তখন তাহার একটী বিষম ভাবন উপস্থিত হইল। যদি শীঘ্র কোথায় আশ্রয় প্রাপ্ত না হই, তাহ হইলে কি উপায় হইবে। এক সন্ধ্যা আহার করিতে চারি আনা ব্যয় হইল, চারি দিনের অধিক আহারের সম্বল নাই তার পর গতি কি হইবে। চিন্তা করিতে করিতে সুরেশের মুখ বিষণ্ন হইল। সংসারের পথ যে কণ্টকময় পুর্ব্ব বিপদেও তাহার সে জ্ঞান জন্মে নাই, কিন্তু এখন জন্মিল। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাহার নয়ন প্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল উদয় হইল। কিন্তু এখন চিন্তার সময় নহে, ক্রন্দনের সময় নহে, এখন আত্মারক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সুতরাং সুরেশ আবার আশ্রয় স্থানের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবারও তাহার সমুদয় যত্ন, সমুদয় পরিশ্রম নিষ্ফল হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দেখিতে দেখিতে রজনী আপনার অধিকার বিস্তার করিল। রাত্রিকাল কোথায় কি ভাবে যাপন করিব, তখন তাহার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া পুনরায় চক্ষে জল আসিল। কোন উপায় না দেখিয়া সে মুদিদোকানে থাকিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। কলিকাতার মুদিরা কাহাকেও রাত্রিযোগে নিজ গৃহে থাকিতে দেয় না, সুতরা সুরেশের প্রার্থনা পূর্ণ হইল না।

উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, হৃদয়ে অসীম চিন্তা, সুরেশ পথ প্রান্তে

বসিয়া অবনত মস্তকে ভাবিতেছে, আর অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছে। রাস্তায় কত লোক চলিয়া যাইতেছে, লোকে তাহাকে কাঁদিতে দেখিতেছে কিন্তু কেহ ত তাহার নের কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। মহানগরের লোক প্রায় লেই নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, কেহ অপরের দুঃখের কারণ-সন্ধান করে না। যত লোক আসিল আর চলিয়া গেল, সু তাহাদের সমুদয়ের নিকটেই প্রত্যাশা করিয়াছিল, তা তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু কেহই ত তত্ত্ব লইল না দেখিয়া তাহার ভগ্ন হৃদয় আরও ভাঙ্গিয় ড়িল; চক্ষের জল শতধারে বহিতে লাগিল। অবশেষে জন ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদি কেন? সুরেশ আপনার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া ক্রন কারণ জ্ঞাপন করিল। বাঙ্গালের কথা শুনিবার জন্য বিলক্ষণ জনতা হইল। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লা অনেকে তাহার কথা শুনিয়া বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ কা কিন্তু তাহার দুঃখে কাহারও হৃদয় দ্রব হইয়াছে এমন হইল না। যিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি শকে পরামর্শ দিলেন, আজ থানায় যাইয়া থাক, রা রাস্তায় বসিয়া থাকিলে পাহারাওয়ালা চোর বলিয়া ধরিয়া যাইবে। সুরেশ এমন বিপন্ন যে এই সামান্য পরামর্শের যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইল। এমন সময়ে কালীপ্রসন্ন চৌধুরী একজন যুবক তথায় উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসন্নের বিক্রমপুরে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রে অধ্যয়ন করেন এবং মাসিক দশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাইয়া থা কিন্তু তাহা হইতে তাঁহাকে পাঁচ টাকা কলেজের মাহিয়ানা হয়। অবশিষ্ট পাঁচ টাকাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। তিনি

ধর্ম্ম গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ জন্য পরিবার ও আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন না। কালীপ্রসন্ন যে বাসায় থাকেন, সেই বাসা বাঙ্গাল ব্রহ্মজ্ঞানী ছাত্রদিগের বাসা বলিয়া পরিচিত। এই বাসার ছাত্রগণ সকলেই পরিজন ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এমন একটী বন্ধন জন্মিয়াছে যে, এক রক্ত-মাংস-সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় বাস করেন, সেই জন্যই এত অল্প সংস্থানেও কালীপ্রসন্নের কোন কষ্ট হইতেছে না। কালীপ্রসন্ন অতি উদার-প্রকৃতি ও পরম দয়াবান; পরদুঃখে তিনি বিলক্ষণ কাতর হন। কিন্তু অনেক দয়াবান লোকের ন্যায় কেবল কাতরতা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, প্রাণপণে পরের দুঃখ মোচন করিতে যত্ন করেন। সুরেশের চারি দিকে কুণ্ডলী করিয়া পথিকেরা দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কালীপ্রসন্ন জনতার মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া সুরেশের দুঃখের সংবাদ শুনিলেন এবং অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদিগের বাসায় তোমার স্থান হইবে। সুরেশ যেন হঠাৎ হাতে আকাশ পাইল এবং চক্ষের জল মোচন করিয়া তাঁহার পাশ্চাৎগামী হইল। কালীপ্রসন্ন যদি তাঁহার বাসাস্থ বন্ধুদিগের প্রকৃতি ভালরূপে না জানিতেন, তাহা হইলে সুরেশকে লইয়া যাইয়া তাঁহাদিগের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, তাঁহার বন্ধুবর্গ সুরেশকে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ হইবেন। তাঁহারা পরের দুঃখ মোচনকালে আত্মক্লেশকে উপেক্ষা করিতে জানেন। বস্তুতও সুরেশ ছাত্রদিগের বাসায় পরম সমাদরে গৃহীত হইল। কলিকাতায় যে সকল লোকের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল, সুরেশ একপক্ষ-কাল

াদিগের দ্বারে হাঁটাহাঁটি করিল; কিন্তু তাহার প্রার্থনা কো
ও পূর্ণ হইল না। অসহায়কে সাহায্য করিবার পক্ষে যাঁহা
গের প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই এত লো
ক সাহায্য করিতেছেন যে, তাঁহাদিগের আর সাহায্য করি
র শক্তি নাই। অনেকের ভার যখন অল্প লোকের স্কন্ধে পতি
, তখন এরূপই ঘটিয়া থাকে। সুরেশ দেখিল, যাঁহারা পরে
হায্য করিতে যাইয়া এরূপ বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগে
ার বিপদস্থ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং সে সাহায
াপ্তি বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়া তাহার উপকারী ব
গকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল
াহারা সুরেশের ব্যবহার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহ
্যায় বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র বালক কোন অজ্ঞাত স্থানে যাই
বপন্ন হয়, তাঁহারা ইহা ইচ্ছা করিলেন না। তাহাকে আশ্ব
িয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই থাক, যেরূপে হউক, আ
তামার এক উপায় করিব। কালীপ্রসন্নের চেষ্টায় অত
দনের মধ্যে সুরেশের জীবিকা সংস্থান হইল। তাঁহাদি
প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের অষ্টমবর্ষীয় বালককে গৃহে পড়াই
নিমিত্ত সুরেশ নিযুক্ত হইল। প্রাতঃকালে ও রাত্রিযোগে
বেলা তাহাকে চারি ঘণ্টা পড়াইতে হইবে, বেতন আট টা
নির্দ্দিষ্ট হইল। সুরেশ এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া
পড়িয়া এই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দে
করিবার সঙ্কল্প করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্রে।

সুরেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং কলেজে অধ্যয়ন করার পক্ষে তাঁহার কোন সুবিধা হইল না। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া কত কাল চলিতে পারে। সুতরাং বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইল। সুরেশচন্দ্রের হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল, অল্পদিনের চেষ্টায়ই এক নূতন ইংরাজ ব্যবসায়ীর দোকানে তাঁহার পনর টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম হইল। তিনি অতিশয় যত্নের সহিত প্রভুর নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কর্ম্ম-নিপুণতা, সাধুতা, সৌজন্য দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, তিন মাস গত না হইতেই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সুরেশচন্দ্র পাঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে এই স্থলে এক বৎসর কাল কর্ম্ম করিলেন। তিনি যখন পনর টাকা বেতনে নিযুক্ত হন, তখনই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, দশ টাকায় আপনার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, এবং প্রতি মাসে পাঁচ টাকা সঞ্চয় করিবেন। সঞ্চয় অভ্যাস না থাকিলে পরিণামে যে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহার পিতার শেষাবস্থা দর্শন করিয়া

সঞ্চয় করা আবশ্যক, তিনি কেবল ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি নিজ বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্যও করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বেতন যখন পঁচিশ টাকা হইল, তখনও তাঁহার ব্যয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইল না। নিষ্প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ভাবী সুখের মূলোচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, সুরেশচন্দ্র বুদ্ধির বিপরীত কার্য্য করিলেন না। তিনি প্রতি মাসে আপনার উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, তাঁহার নিজের ব্যয় কোন মাসেই দশ টাকা অতিক্রম করিত না, অবশিষ্ট আড়াই টাকা তিনি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন এবং আবশ্যকমত তাহা হইতে ব্যয় করেন। এই অর্থ ব্যয় সম্বন্ধেও তাহার বিলক্ষণ সুবিবেচনা দৃষ্ট হইতে লাগিল। সংসারে অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম আছে, কিন্তু সকল সৎকর্ম্মে দান করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং সৎকর্ম্মে দান করিতে হইলেও বিবেচনা-শক্তি পরিচালনা করা আবশ্যক। সুবিবেচক ব্যক্তিরা কার্য্যের গুরুত্ব, ভাবী ফলাফল এবং আপনার রুচি দেখিয়া ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন। অবিবেচকেরাই যথেচ্ছ ভাবে ব্যয় করিয়া থাকে। আর যাহারা নামার্থী, যে কার্য্যে যশের অধিক সম্ভাবনা তাহারা সেই কার্য্যেই ব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়, কার্য্যের শুভাশুভ ফল বা গুরুত্বের প্রতি তাহাদিগের কোন দৃষ্টি থাকে না। যে সকল কার্য্যে যশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এমন অনেক কার্য্যেও সুরেশচন্দ্রকে হস্ত সঙ্কোচ করিতে দেখা গিয়াছে, অথচ তিনি আপনার হৃদয়ের ইচ্ছানুরূপ অনেক সৎকার্য্যে গোপনে মুক্ত হস্তে দান করিয়া থাকেন। এমন কি, যে সকল কার্য্যে যশের কোন সম্ভাবনাই নাই, বরং দেশের লোকে যাহার নিন্দা করিয়া থাকে, সুরেশচন্দ্র তেমন অনেক কার্য্যকে প্রকৃত সৎকর্ম্ম জানিয়া পরম উৎসাহের সহিত তাহাতে অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু তাঁহার

জীবনের এই প্রথম অবস্থায় তিনি তাঁহার বাসাস্থিত উপকারী বন্ধুদিগের কোন প্রকার সাহায্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই অধিকতর সুখী হইতেন। তাঁহাদিগের নিকট যে তিনি চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাহা বিস্মৃত হন নাই; বোধ হয় কোন দিনই তাঁহার এই অসঙ্গত বিস্মৃতি জন্মিবে না।

সুরেশচন্দ্র আপনার প্রভুর অনুগ্রহে ব্যবসায়ীর বিপণীর আবশ্যক নানা প্রকার কর্ম্ম এক বৎসরে অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক জন ইংরেজ বণিকের কর্ম্মালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম খালি আছে শুনিয়া, তিনি তাহার প্রার্থী হইলেন এবং যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং তিনি কর্ম্মান্তরে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যদি এখন তাঁ-হাকে পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁহার ব্যবসায়ের আরও কিছু সুপ্রতুল হইলেই তিনি তাঁহার বেতন পঞ্চাশ টাকা করিয়া দি-বেন, সম্প্রতি তাঁহার বেতন দশ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র অনিশ্চিত আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন না; সুরেশচন্দ্র এই কার্য্যে সমুচিত সদ্বিবেচনা প্রদর্শন করিলেন কি না বলা যায় না। কেননা এই নিমিত্ত তাঁহাকে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে শুনা গিয়াছে। যাহা হউক, সুরেশচন্দ্রের যেমন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি সেইরূপ অর্থ সম্পত্তিও সঞ্চয় করিয়া আপনার ভাবী সুখসাচ্ছন্দ্যের মূল পত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষম সমস্যা।

সুরেশচন্দ্র এখন দুই বৎসরের অধিক কলিকাতায় আছেন। বাল্য কাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার আস্থা ও অনুরাগের দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, ব্রাহ্ম যুবকদিগের উন্নত ও পবিত্র জীবন দেখিয়া তাঁহার জীবন উন্নমিত হইয়াছে, হৃদয়ের ভাব প্রশস্ত হইয়াছে। তিনি এখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া ক্রমে অনেক ব্রাহ্মের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষ। এই সময়ে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মেরা বিধবা বিবাহ ও ব্রাহ্ম বিবাহ প্রদান করিতে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন অনুষ্ঠানের প্রথম উদ্যম। একদিবস একজন ব্রাহ্ম প্রচার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করিলেন, তিনি কোন বন্ধুর পত্রে অবগত হইয়াছেন, মজফরপুরে এক জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব বাঙ্গালী ভদ্রলোকের একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা আছে, তাহার আত্মীয়েরা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দিবেন না। এই সংবাদ শ্রুত হইয়া প্রচারকগণ ও অপর ব্রাহ্মেরা বিবাহের বর অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সুরেশচন্দ্রই তাঁহাদিগের অনেকের লক্ষ্যস্থলে পতিত হইল। অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তিনি কতকগুলি গুরুতর কারণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। এমন শুভকার্য্যে তাঁহার অসম্মতির কারণ কি, প্রস্তাব কর্ত্তাগণ আগ্রহ সহকারে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র যে সকল কারণে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই,

তাহার সকলগুলিরই তাঁহার নিকট প্রায় সমান গুরুত্ব রহিয়াছে সুতরাং তিনি কোন্ কারণ অগ্রে উপস্থিত করিবেন, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। পরিশেষে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, তাহার সমুদয় কারণ গুলিই প্রায় তুল্যরূপ গুরুতর, তিনি তাহার এক একটী করিয়া উল্লেখ করিতেছেন তাহার বিবেচনায়, তাহার এবং পাত্রীর কাহারও বিবাহের উপ যুক্ত কাল এখনও হয় নাই। পুরুষের পক্ষে পঞ্চবিংশতি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্ততঃ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে বিবাহের উপযুক্ত কাল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (২) যদিও দম য়ন্তি হংস মুখে নলের গুণ শুনিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, এরূপ কিম্বদন্তি আছে, তথাপি তিনি এতা দৃশ হংসমুখী প্রণয়ের পক্ষপাতী নহেন। পাত্র পাত্রী পরস্পরকে বিশেষরূপে জানিয়া এবং তাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য, হৃদয়ের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা পরস্পর ভালরূপে অবগত হইয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা। তিনি যাহা সঙ্গত বোধ করি তেছেন, তাহার অবমাননা করিয়া উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে তিনি কোন ক্রমেই প্রস্তুত নহেন। (৩) যতদিন তাঁহার পরিবা প্রতিপালনের সংস্থান না হইতেছে, তিনি ততদিন কোন ক্রমে দার পরিগ্রহ করিবেন না। মুখে অন্নদান করিবার সংস্থান ন থাকিলেও সন্তান উৎপাদন করিয়া সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করা তাঁহার বিবেচনায় অতি অবৈধ কার্য্য। তিনি আপনাকে কোন ক্রমে এই গুরুতর অপরাধে অপরাধী করিতে সম্মত হইতে পারেন না। যত দিন তিনি আপনাকে পরিবারের গুরুভার বহ করিতে সমর্থ জ্ঞান না করিবেন, তত দিন তিনি অকৃতদা থাকিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। এখন বিবাহ না করিবার পক্ষে তাঁহার যে তিনটী গুরুতর কারণ ছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে তাহা

ল্লেখ করিলেন, প্রস্তাব কর্ত্তাগণ তাঁহার উচ্চ অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তাহারা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বাধ হয় বিধবা বিবাহ করিতে ইহার সাহস হইতেছে না, অথচ আত্ম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ হইতেছে, কাযেই বাক্‌-কৌশল করিয়া ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়া আমাদিগকে বিদায় করিতে চাহিতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; ‘মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া বোধ হয় না য, আপনি এদেশের লোক। আপনি যদি গৌরাঙ্গ পুরুষ হইতেন, আমরা মনে করিতাম আপনি এইমাত্র বিলাত হইতে আসিয়াছেন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক, শীতপ্রধান স্থানের রীতি নীতি অনুকরণ করা কি আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে? আপনি ইংরেজি রীত্যনুসারে পুর্ব্বে পরিচয় করিয়া বিবাহ করিতে চাহেন, কোন্ বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিবাহের পুর্ব্বে নিজ কন্যার সহিত আপনার এইরূপ পরিচয় করিয়া দিতে সম্মত হইবে? কেই বা অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত আপনার জন্য কন্যা অবিবাহিত রাখিবে? আপনি যদি প্রকৃতপক্ষেই এই সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনাকে “কার্ত্তিক” হইয়া থাকিতে হইবে। পবিত্র দাম্পত্য সুখ আপনার অদৃষ্টে নাই।” সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, যে বিবাহ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হইবে, তেমন বিবাহ করা অপেক্ষা বরং “কার্ত্তিক” হইয়া থাকা শ্রেয়ঃ। আপনার বিশ্বাসানুসারে চলিতে যাইয়া যদি চিরদুঃখেও নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর হইব না। প্রস্তাব কর্ত্তাগণ সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া গেলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহার সম্মুখে যাহা বলা হইল না, পথে যাইতে যাইতে তাহার দশ গুণ বলা হইল। কেহ

বলিলেন, 'এ সমুদয়ই প্রবঞ্চনা, আপনাকে একজন বড় সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দেওয়া ইহার অভিপ্রায়, ইহার কোন কথাই হৃদয় হইতে বাহির হয় নাই। বাবু কিছু দিন এইরূপ ধূমধাম করিয়া পশ্চাৎ হিন্দুসমাজে যাইয়া অষ্টবর্ষীয়া গৌরী বিবাহ করিবেন। আমি এখন বলিয়া রাখিলাম, পরে ইহার প্রমাণ পাইবে।' আর এক ব্যক্তি বলিলেন 'আমারও সে সন্দেহ হইতেছে। ইহার জীবনে ধর্ম্মানুরাগ নাই, কেবল বাহ্য সভ্যতা লইয়া আড়ম্বর করিতেছে। ঈশ্বরের উপর যদি নির্ভর থাকিত, তবে এ কথা কখনই বলিতে পারিত না যে, ভাবী পরিবারের জীবিকা সংস্থান না করিয়া সে কখনই বিবাহ করিবে না। কি মূর্খতার কথা, বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এমন কথা কখনই বলিতে পারেন না, তাঁহারা জানেন যে, "স্বয়ং ঈশ্বরই জীবিকার সংস্থান করিবেন।" ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধনে যাহারা সুরক্ষিত নহে, তাহারা কতকাল সৎপথে স্থায়ী থাকিতে পারে।" সুরেশচন্দ্রের সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রকার নিন্দা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রায় সকলেরই তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। কেবল তাঁহার বাসাস্থিত বন্ধুদিগেরই তাঁহার চরিত্রের প্রতি সমুচিত আস্থা ছিল, তাঁহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলেন না।

যুবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে অনেক যুবকই স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহারা বিবাহের নামে মুগ্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনাশক্তি এক প্রকার রহিত হইয়া পড়েন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সুরেশচন্দ্রের যে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে নাই, ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, সুরেশচন্দ্র আপনার অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অসচ্ছল অবস্থায় বিবাহ করিয়া সংসারের অসচ্ছলতা, দুঃখ, দারিদ্র্য বৃদ্ধি করা যে সুবিবেচনার কার্য্য নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই নাই। এই জ্ঞানাভাবই আমা-

দিগের দুর্গতির একটী প্রধান কারণ। সুরেশচন্দ্র এবিষয়ে যে সাবধান হইতে শিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার সদ্বিবেচনার বিলক্ষণ পরিচায়ক। লোকগঞ্জনায় যে তাহার দৃঢ়তার হ্রাস হয় নাই, ইহা তাঁহার জীবনের মহত্ব জ্ঞাপক। পরের সুখ্যাতি, অখ্যাতির উপর অনেকের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি নির্ভর করে। লোকের অপ্রিয় সৎকর্ম্ম করিতে অনেকেরই সাহস হয় না। সুরেশচন্দ্র যে এই অল্প বয়সেই সেই সাহসের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। লোকে তাঁহার অখ্যাতি রটনা করিতেছেন, ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনাথা বালিকা।

বাবু ধর্ম্মদাস বসু নামক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক দিন হইল ভবানীপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিতেন, কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের সহিত কোন কোন কারণে অমিল হওয়াতে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ধর্ম্মদাস বাবু বয়সানুসারে এখন প্রাচীনশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তিনি অতি উদার ও অমায়িক পুরুষ; তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য, সদাচার ও দরিদ্রের প্রতি দয়া ইত্যাদি দর্শন করিয়া ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তাঁহার পসারও বিস্তর। তাঁহাকে না চিনে এমন লোক বড় নাই। তবে তিনি নিজ নামে তত পরিচিত

'মহেন; বাঙ্গাল ডাক্তার' বলিয়াই অধিক পরিচিত। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁহার যেমন আয় হয়, ব্যয়ও তেমন যথেষ্ট হইয়া থাকে। আপনার সন্তানাদি অনেক, তদ্ব্যতীত কতকগুলি অসহায় বালককে নিজ ব্যয়ে লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছেন। পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষায় তাঁহার বিস্তর ব্যয় হয়। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় নাই বলিয়া পুত্রদিগের অপেক্ষাও কন্যাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার অধিক ব্যয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটী পালিতা কন্যা আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সপরিবারে কালীঘাটে বাস করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের নিবাস ফরিদপুর জেলার কোন পল্লীগ্রামে। সুরুচি তাঁহার একমাত্র কন্যা। সুরুচির বয়স যখন তিন বৎসর তখন পাঁচ শত টাকা পণ গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামস্থ মুকুন্দমোহন রায় নামক এক বংশজ ব্রাহ্মণের সহিত তিনি নিজ তনয়ার বিবাহ দেন। মুকুন্দমোহনের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর, তাহার বিষয় সম্পত্তিও প্রায় কিছুই ছিল না তথাপি পণপ্রাপ্তির লোভে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ এই দুষ্কার্য্য করেন এক বৎসর গত না হইতেই যক্ষাকাশে জামাতার মৃত্যু হয়, তখন ভট্টাচার্য্যের মনে দারুণ আঘাত লাগে। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি সপরিবারে গঙ্গাতীরবাসী হন। কালীঘাটে আগমন করিবার তিন বৎসর পর, ভট্টাচার্য্যের বনিতার মৃত্যু হয়। ভট্টাচার্য্য তৎপর একাকী কন্যাকে লইয়া বাস করিতেন। সুরুচির যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স তখন ভট্টাচার্য্য ওলাউটা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ধর্ম্মদাস বাবু তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে ভট্টাচার্য্য অনাথ কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তদবধি ধর্ম্মদাস বাবু সুরুচির প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া নিজ কন্যার ন্যায়

তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। আজ চারি বৎসর সুরুচি তাঁহার গৃহে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীপুরুষের যত্নে সুরুচি পিতৃ মাতৃ শোক বিস্মৃত হইয়াছেন। সুরুচি ধর্ম্মদাস বাবুকে পিতা এবং তাঁহার স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার ন্যায় অনেক বিষয়ে সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মদাস বাবু সুরুচির শিক্ষা সম্বন্ধে বড় সুনিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। সুরুচি অধিক বয়সে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। তবে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিলে তাঁহার শিক্ষা ভাবী জীবনে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকর হইতে পারে, ধর্ম্মদাস বাবু সুরুচিকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছুদিন সুরুচিকে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। যখন দেখা গেল যে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার একপ্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি আপনার মনের ভাব পরিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং অঙ্কশাস্ত্রের নিত্য ব্যবহারোপযোগী বিষয় সকলে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মদাস বাবু তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেননা ইংরাজি ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে। যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ইংরাজি ভাষা বুঝিবার শক্তি জন্মিতে পারে, সুরুচি একাদিক্রমে দুই বৎসরকাল এমন কতকগুলি অধ্যয়ন করিয়া সাধারণ ভাবে ইংরাজি ভাষা বুঝিবার অধিকারিণী হইলেন। তৎপর গৃহধর্ম্ম, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, শরীরপালন, সহজ সহজ রোগের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা, শুশ্রুষাতত্ত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যে দুই চারি খানি গ্রন্থ আছে, তাহার সকল গুলিই তিনি পাঠ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ইংরাজি ভাষায়ও অনেকগুলি গ্রন্থ পড়িয়াছেন। সুরুচি যাহা শিক্ষা করেন; তাহা যেন তাঁহার গ্রন্থগত বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত না হয়, তিনি যেন অর্জ্জিত বিদ্যার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারেন, ধর্ম্মদাস বাবু সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন ; সুরুচির কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরুচি যখন কতকগুলি আবশ্যক বিষয় একপ্রকার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন, তখন ধর্ম্মদাস বাবু তাঁহাকে ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দিলেন এবং এই সকল বিষয়ে মাঝে মাঝে মৌখিক উপদেশ দিতেও আরম্ভ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুরুচির জ্ঞানের পরিপাক হইতে আরম্ভ হইল, ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হইতে লাগিল, সমাজের উন্নতি সাধন কল্পে আগ্রহ ও যত্ন বৃদ্ধি পাইল। এই সকল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুরুচি আর একটী বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মিতাচারী ও সঞ্চয়ী হইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সম্বন্ধে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার বিবরণ সুরুচি কতকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অবগত হইলেন। এই শিক্ষা ভবিষ্যতে তাঁহার অনেক বিষয়ে বিশেষ কার্য্যে আসিয়াছে। রন্ধন ক্রিয়া ও সূচিকর্ম্মে সুরুচি বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এক জন বৃদ্ধ দরজি, সুরুচি ও ধর্ম্ম দাস বাবুর কন্যাদিগকে দরজির কর্ম্ম শিক্ষা দিত। এক বৎসরের মধ্যে সুরুচি এমন নিপুণতা লাভ করেন যে, দ্বিতীয়বর্ষে আর দরজি রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনিই ধর্ম্মদাস বাবুর কন্যাদিগকে দরজির কার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন

এবং পরিবারের ব্যবহারীয় সমুদয় বস্ত্রাদি স্বয়ং প্রস্তুত করেন। সুরুচি সুখ সচ্ছন্দে ধর্ম্ম দাস বাবুর গৃহে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চাঙ্গের শিক্ষা না হইলেও অতি প্রয়োজনীয় সুশিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সুরুচি আমেজন নদীর গভীরতা, আল্পস্ পর্ব্বতের উচ্চতা এবং সিবাষ্টাপোলের যুদ্ধে হত বীরপুরুষদিগের নাম ও বংশাবলী বলিতে পারেন না বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে সুশিক্ষিতা কুলকন্যার মধ্যে গণ্য করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে তাঁহাকে সে অধিকার দেওয়া যাইতে পারে; তাহাতে সুরুচি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিবেন, এমত বোধ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সুরুচি চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন, ধর্ম্মদাস বাবুর এরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি বুঝিয়া ছিলেন, সুরুচি যদি অবিবাহিত থাকেন, তাঁহাকে চির জীবন পরের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। তিনি এ অবস্থায় জগতের কোন উপকার করিতেই সমর্থ হইবেন না। এদেশীয় কুলকন্যাদিগের পক্ষে একাকী স্বাধীন ভাবে জগতের কোন হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবর্ত্তন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এ অবস্থায় পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনের কার্য্যকরী শক্তি এক প্রকারে ধ্বংস করা অপেক্ষা, পরিণিত হইয়া পতির সাহচর্য্যে জগতের কোনরূপ উপকার সাধন করাই শ্রেয়। সুরুচি অপরিণিত থাকিলে তাঁহার জীবন অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারিবে, ধর্ম্মদাস বাবু যদি ইহা বুঝিতে পারিতেন, তবে তিনি কখনই

সুরুচির বিবাহের প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন না; তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়াই তিনি এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মদাস বাবু কেবল নামতঃ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত নহেন, তিনি ব্রাহ্ম জীবনের অনুরূপ কার্য্যও করেন। তাঁহার রুচি ও সংস্কার অতিশয় পরিমার্জ্জিত। সুরুচির মনোমত পাত্র প্রাপ্তির আশয়ে তিনি এই উপায় অবলম্বন করিলেন যে, তিনি প্রতি শনিবার আপনার গৃহে কয়েকজন সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম যুবককে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইবেন। ইহা বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্মদাস বাবুর গৃহে স্ত্রীপুরুষে একস্থলে বসিয়া আহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। যখন সুরুচির বয়স পুর্ণ অষ্টাদশ বৎসর, তখন ধর্ম্মদাস বাবু এই উপায় অবলম্বন করিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম যুবকের ধর্ম্মদাস বাবুর গৃহে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে সুরেশচন্দ্রও রহিলেন। সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মদাস বাবুর গৃহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হন, সুরুচি বেহালা ও হারমনিয়াম বাজান, ধর্ম্ম বিষয়ক ও দেশহিতকর সঙ্গীত গান করেন। তৎপর সকলে একত্রিত হইয়া আহার করেন, আহার স্থলে নানাবিধ সৎ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, আহারান্তেও কিয়ৎকাল ঐরূপ আলাপ হয়, তৎপর সমাগত ব্যক্তিরা নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করেন।

এইরূপে কয়েক মাস গত হইল, ধর্ম্মদাস বাবু বুঝিলেন, সুরুচির সদ্গুণ যুবকদিগের কাহারও কাহারও হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। সুরুচির হৃদয়ের ভাব তত শীঘ্র বুঝিতে পারা গেল না। কেননা, তিনি অধিক লজ্জাশীলা, হৃদয়ের ভাব যাহাতে সহসা ব্যক্ত হইয়া না পড়ে, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান। তথাপি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে যেমন বস্ত্রাচ্ছাদনে লুক্কায়িত রাখিতে পারা যায় না, সেইরূপ সুরুচিও আপনার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত ভাবকে

অধিক দিন গোপন রাখিতে পারিলেন না। সুরেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মদাস বাবু সুরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অনভিপ্রায় জানাইলেন না; বরং ইহাই বলিলেন, সুরুচির সদ্গুণ সকল দেখিয়া তিনি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তবে বিবাহে সম্মতি দানের পূর্ব্বে সুরুচির সহিত তাঁহার কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ রূপে আলাপ হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মদাস বাবু এইরূপ আলাপ করিতে দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই দিন আসিয়া সুরেশচন্দ্র আলাপ করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরস্পরে।

ধর্ম্মদাস বাবুর প্রশস্ত গৃহের একটী নির্জ্জন কক্ষে সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের আলাপ করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুরুচি সুরেশচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন; হস্তে এক খানি পুস্তক, পত্র গুলি উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি পুস্তক পাঠ করিতেছেন এমত বোধ হইতেছে না, তবে মাঝে মাঝে উন্মনস্ক ভাবে দুই একটী পত্র উল্টাইতেছেন। যাহা হউক পুস্তক খানি সুরুচির পাঠার্থে উপকারে না আসিলেও এক বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিল। যাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই, এমন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কোন্ বিষয় লইয়া আলাপ করিবেন, তাহা নিশ্চয়

করিতে না পারিয়া মহাসঙ্কটে পতিত হন। সুরেশচন্দ্র আসিয়া সে সঙ্কটে পড়িলেন না। তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই সুরুচির হস্তে পুস্তক দেখিতে পাইলেন। তখন সুরুচিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনার হস্তে কি পুস্তক।

সুরুচি। ফরাসী বীরললনা জোয়ানের জীবনচরিত।

সুরেশ। আপনি জোয়ানকে ভাল বাসেন?

সুরুচি। যাঁহার দ্বারা ফরাসী জাতির স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছে, তাঁহাকে কে না শ্রদ্ধা করিবে?

সুরেশ। আপনি কি এরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন?

সুরুচি। বাতুলের কল্পনা করিয়া লাভ কি?

সুরেশ। যদি সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে।

সুরুচি। যখন সুয়োগ উপস্থিত হইবে, তখনই সে বিবেচনা করা যাইবে।

সুরেশ। মনে করুন, এখনই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে

সুরুচি। যদি এরূপ মনে করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে আমার সম্বন্ধেও যাহা আপনি সঙ্গত বোধ করেন, আমি তাহা হইয়াছি, মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

সুরেশ। আমি আপনাকে যাহা হইতে বলিব, আপনি কি তাহাই হইবেন।

সুরুচি। না, আমার নিজ কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে কখনই অন্যের ইচ্ছার অধীন করিব না; তবে যে স্থলে আমার নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান অন্যের ইচ্ছার অনুকুল হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

সুরেশচন্দ্র সুরুচির উত্তর শুনিয়া মনে মনে পরিতুষ্ট হইলেন তখন অসঙ্কুচিত চিত্তে মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বলিলেন আপনার কথা শুনিয়া আমি আপ্যায়িত হইয়াছি। যে সকল

াকন্যা স্বানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে জানেন না, প্রিয়জনদিগের ়ানুবর্ত্তী হইয়া চলাই যাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহারা ়মান সমাজে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁহা-গকে সম্মান করিতে প্রস্তুত নহি। এরূপ পরেচ্ছানুগমন রা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। আপনি , আত্মীয়তা বা প্রণয়ের অনুরোধে আত্মবিসর্জ্জন করিতে ়স্তুত নহেন, ইহা শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইতেছে। ন্তু এক বিষয়ে আমাদিগের উভয়েরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ামার আশা হয়, সে সাবধানতা যে আবশ্যক, আপনিও স্বী-ার করিবেন। সুন্দর সুগন্ধী পুষ্প কাহার না চিত্ত হরণ করে; ক তাহাকে ভালবাসিতে ও সমাদর করিতে পরাঙ্মুখ হয়। পুষ্প যমন আদরের বস্তু সদ্‌গুণশীলা কুলকন্যারা সেইরূপ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। যে ফুলে সুগন্ধ আছে তাহারেই ়যমন লোকে সমাদর করে, সেইরূপ যে কুলকন্যা সদাশয়া ও সুচরিত্রা, তাঁহাকে ভালবাসিতে সকলের ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাঁহাকেই বিবাহ করা যাইতে পারে ইহা বড় সুবিবেচনার কথা নহে। ভালবাসার সামগ্রী অনেক আছে। এক এক গুণ দেখিয়া এক এক ব্যক্তির প্রতি ভাল-বাসা জন্মিতে পারে, কিন্তু পরিণয়ের মূল প্রধানতঃ এক। কে-বল প্রণয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। জীবনের লক্ষ্যগত একতা পরিণয়ের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। যদি একজন অপরের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রস্তুত না হন, যদি একজন অপরের জীবনের লক্ষ্যকে গ্রাস করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে পরিচালিত করিতে না চাহেন, তবে পরিণয় প্রস্তাব অবধারণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর জীবনের লক্ষ্য অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহা-

দিগের জীবনের লক্ষ্য এক নহে, যাঁহাদিগের রুচি ভিন্ন, আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, তাঁহাদের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কখনই সুবিবেচনা সিদ্ধ নহে। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনকে কেবল দুঃখভারাক্রান্ত করিবেন, কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। অতএব আমা দিগের জীবনের লক্ষ্য কি, পরিণয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমি ইহা জানি বার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছি।

সুরুচি দেখিলেন, তিনি যে এত দিন প্রণয়হীন পরিণয়কে অবৈধকার্য্য মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন; কেবল তাহাই অবৈ এমত নহে, প্রণয়ও যে পরিণয়ের মূলসূত্র নহে, এখন তাঁহার জ্ঞানও জন্মিল। প্রণয় অপেক্ষাও পরিণয়ের যে আরও গূঢ়তর লক্ষ্য আছে, সুরেশচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়া তিনি মনে মনে সুরেশচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয়ে একটি আঘাত লাগিল। যদি সুরেশচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্যের সহিত তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এক না হয়, তবে কি করিবেন? সুরেশ চন্দ্রকে কি পরিত্যাগ করিবেন? এ চিন্তা করিতে তাঁহার শক্তি হইতেছে না। সুরেশচন্দ্র তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া ছেন। এ মূর্ত্তি হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে যে শক্তির প্রয়ো জন, সুরুচির কোমল প্রকৃতিতে সে শক্তি দৃষ্ট হইতেছে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরম প্রণয়জনকেও পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়। এই উপদেশ যে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, এদেশীয় স্ত্রীপ্রকৃতিতে আজিও সে বল জন্মে নাই। সুরুচি এস্থলে সেই দুর্ব্বলতার পরি চয় দিতেছেন। কিন্তু দুর্ব্বলতার আশ্রয় লইয়া মনুষ্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; সুরুচিও পারিতেছেন না। এক একবার এক এক কথা ভাবিতেছেন। সুরেশচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য তাঁহা

বনের লক্ষ্যের প্রতিকূল হইবে না, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ
তে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু ইহাতেও শান্তি পাইতেছেন না।
ক একবার অমঙ্গল চিন্তা অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যাতনা দি-
চ্ছে। সুরেশচন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, সুতরাং হৃদ-
র যাতনা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। হৃদয়ের যাতনা
কাশ করিবার সুযোগ না পাইয়া যাঁহাকে গভীর অন্তর্যাতনা
ভাগ করিতে হইয়াছে, তিনিই সুরুচির এখনকার যন্ত্রণা কতক
নুভব করিতে সমর্থ হইবেন। সুরুচি এক একবার মর্ম্মদাহে
ধীর হইতেছেন, আবার চিন্তা করিতেছেন। অবশেষে তাঁহার
নে এই কথা উদয় হইল, যদি ভাগ্য একান্তই অপ্রসন্ন হয়, তবে
চিরদিন এ অবস্থায় অতিবর্ত্তন করিব ; সুরেশচন্দ্রকে হৃদয় হইতে
উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিব না ; একাকিনী জীবনপথে
ভ্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য সকল সামান্যভাবে আপ-
নার সামান্য শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব। এই চিন্তা
সুরুচির হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা আনয়ন করিল।

সুরেশচন্দ্র সুরুচির মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন, যেন তিনি কোন গভীর চিন্তায় আকুল হইয়াছেন ; এখন তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কথায় কি আপনি আঘাত পাইয়াছেন ?

সুরুচি। না, আপনার উপদেশ আমার অনেক উপকার করিয়াছে তজ্জন্য আপনার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

সুরেশ। তবে আমি যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছিলাম, তৎ-সম্বন্ধে আলাপ করিতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে।

সুরুচি। না, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ইহার পর সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক আলাপ করিলেন। সুরেশচন্দ্র আত্ম জীবনের কার্য্য প্রণালী পর্য্যায়ক্রমে অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, সুরুচি আপনার জীবনের লক্ষ্য তেমন সুনিশ্চিত রূপে অবধারণ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা যে দিকে ধাবিত হইতেছিল, তাহা সুরেশচন্দ্রের জীবন প্রবাহের সম্পূর্ণ অনুকূল, সুতরাং উভয় স্রোত একত্রে মিলিত হইতে পারিল। প্রবল ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের হৃদয় এখন সেইরূপ শান্ত হইল। তাঁহারা নানা বিষয়ে আর কিছু কাল আলাপ করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চয়াভ্যাস সৌভাগ্যের মূল।

সুরেশচন্দ্র আট বৎসর কর্ম্ম করিয়া পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন; তাঁহার পঞ্চাশ টাকা বেতন হইয়াছে পর, তিনি বৎসরে চারিশত টাকা সঞ্চয় করিতেছেন; এতদ্ব্যতীত সুদের টাকাও সঞ্চিত হইতেছে। বিবাহ করিবার পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র নিজের একখানি গৃহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের আফিসে রহিমদ্দিন নামক একজন দপ্তরী আছে, সুরেশচন্দ্রের সদ্ব্যবহারে ইতর কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার অতিশয় বাধ্য; রহিমদ্দিন তাঁহার নিতান্ত অনুগত লোক। ডানিয়াল সাহেব যে পল্লীতে বাস করিতেন রহিমদ্দিনও সেই পল্লীতেই বাস করে। সুরেশচন্দ্র অল্প সুদে টাকা লাগাইয়া থাকেন, রহিমদ্দিন তাহার পাড়ার লোকদিগকে সুরেশচন্দ্রের নিকট হইতে টাকা ঋণ লওয়াইয়া

দয় এবং সুদ প্রভৃতি আদায় করে। সুরেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাহাকে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া থাকেন। এক দিবস সুরেশ-চন্দ্র রহিমদ্দিনকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি একটী বাড়ী খরিদ করিব, যদি কখনও কোন বাড়ী বিক্রয়ের কথা জানিতে পার আমাকে জানাইও।

রহিম। আমাদিগের পাড়ায় ডানিয়াল সাহেবের একটী বাড়ী আছে, ভুতের বাড়ী বলিয়া কেহ তাহা ক্রয় করে না। আপনিত্ত অনেক দিন বলিয়াছেন, আপনি ভুত বিশ্বাস করেন না, তবে আপনার সে বাড়ী ক্রয় করিতে আপত্তি কি?

সুরেশ। আমি ভুতে বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু মনুষ্য যে ভুত হইয়া অত্যাচার করিতে পারে, ইহা মানি। আমার বোধ হয়, তোমাদিগের পাড়ার লোকেই ডানিয়াল সাহেবকে তাড়াইবার নিমিত্ত ভুত হইয়াছিল। তাহারা যে আমার প্রতিও অত্যাচার করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি?

রহিম। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। আমাদিগের পাড়ার সকল লোকেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আর কোন কারণে যদি আপত্তি না থাকে, আপনি ঐ বাড়ী অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন।

সুরেশ। তথাপি তুমি পাড়ার লোকদিগকে এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

রহিমদ্দিন সেই দিন রাত্রিতেই তাহার পাড়ার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে সংবাদ দিল, সুরেশচন্দ্র তাহাদিগের প্রতিবেশী হইবেন শুনিয়া তাহারা পরমানন্দিত হইয়াছে। ইহার পর সুরেশচন্দ্র ডানিয়াল সাহেবের নিকট যাইয়া বাড়ীর মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ডানিয়াল সাহেব প্রথমে অনেক টাকা চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের বিশেষ

আগ্রহ দেখিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে দর কমাইলেন, শেষ বার-শত টাকায় বিক্রয় করা অবধারিত হইল। সুরেশচন্দ্র গৃহ ক্রয় করার পূর্ব্বে একবার সুরুচিকে দেখাইবেন ইচ্ছা করিলেন। ধর্ম্ম-দাস বাবুকে একথা বলা হইল। তিনি সুরুচি ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একদিন বাড়ী দেখিতে আসিবেন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস অপরাহ্নে তাঁহারা ভূতের বাড়ী দেখিতে আসিলেন। সুরেশচন্দ্র অগ্রেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে তন্ন তন্ন করিয়া বাড়ীর সমুদয় স্থান দর্শন করিলেন। অনেক দিন পতিত থাকায় বাড়ীটী কিঞ্চিৎ বেমেরামত হইয়াছে; তথাপি উহা দে-খিতে অতি সুন্দর, চারি দিকে সুপ্রশস্ত দ্বার ও গবাক্ষ রহিয়াছে; মধ্যে একটী বড় হল এবং দুই পার্শ্বে চারিটী প্রকোষ্ঠ; দক্ষিণে একটী বারাণ্ডা, বাড়ীর সম্মুখস্থ দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ খোলা, প্রাঙ্গনে পুষ্পোদ্যান। এতদ্ব্যতীত, পাকশালা, অশ্বশালা, এবং ভৃত্য-দিগের থাকিবার স্থান আছে। বাড়ীটী সকলেরই মনোনীত হইল। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে, তাহাও তাঁহারা ঠিক করিলেন। ধর্ম্মদাস বাবু চলিয়া যাইবার কালে সুরেশচন্দ্রকে বলিয়া গেলেন, এবাড়ীর মূল্য চারি হাজার টাকার কম হইবে না, ক্রয় করিতে যেন কাল বিলম্ব না হয়।

পরদিবস সুরেশচন্দ্র মূল্য দিয়া ক্রয়পত্র রেজিষ্টারি করাইয়া লইলেন। বাড়ীর আবশ্যক রূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার করাইতে প্রায় দুইমাস কাল গত হইল। তাহাতেও কিঞ্চিদধিক তিন শত টাকা ব্যয় হইল।

গৃহের সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে পর সুরেশচন্দ্র বিবাহের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের আয়োজন ও বিবাহ।

সুরেশচন্দ্রের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা ছিল, তাহা হইতে পনর শত টাকা বাটী ক্রয় ও সংস্কার করিতে ব্যয় হইয়াছে। এখন সাড়ে তিন হাজার টাকা মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরামর্শ দাতাগণ তাঁহাকে এক হাজার টাকা বিবাহে ব্যয় করিতে পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারা সুরুচির জন্য পাঁচ শত টাকার গহনা প্রস্তুত করিতে বলিতেছেন, আর পাঁচ শত টাকা নিমন্ত্রণে ও বিবাহের অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় হইবে। কিন্তু পাঁচ শত টাকার অধিক ব্যয় হয়, সুরেশচন্দ্রের ইচ্ছা নহে। তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া অনেকেই বিরক্ত হইতেছেন। পরের টাকা যথেচ্ছ ভাবে ব্যয় করাইতে লোকের প্রায় কোন ক্লেশই হয় না। কেহ কেহ বলিতেছেন, নিজের হাতে টাকা না থাকিলেও এই সকল শুভকার্য্যে ধার করিয়াও লোকে কত টাকা ব্যয় করে, কিন্তু সুরেশচন্দ্র আপনার ঘরের টাকা ব্যয় করিতেও এত কৃপণতা করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র ব্যয় সঙ্কোচ করিতে চাহিতেছেন দেখিয়া কেহ কেহ এত বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহারা বিবাহে যোগ দিবেন না, এরূপ আভাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এসকল দেখিয়া শুনিয়াও সুরেশচন্দ্রের মনের দৃঢ়তা হ্রাস হইল না।

এই সকল বিষয়ে সুরুচির অভিপ্রায় কি তাহা জানা আবশ্যক বোধ করিয়া সুরেশচন্দ্র ধর্ম্মদাস বাবুর গৃহে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সুরুচির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "বিবাহের আর এক সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এখনই সমুদয়

বিষয়ের আয়োজন করিতে হইতেছে। যদিও বিবাহ তোমা পিতার গৃহে সম্পন্ন হইবে, তথাপি তিনি এই কার্য্যের সম ব্যয়ভার বহন করেন আমার ইচ্ছা নহে। সে কথা আ তাঁহাকে অগ্রেই জ্ঞাপন করিয়াছি; তিনিও তাহাতে অসম্মা প্রকাশ করেন নাই। বিবাহে কত টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য আ তাহা স্থিররূপে অবধারিত করিতে পারিতেছি না। যাঁহ দিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা এক হাজার টাব ব্যয় করিতে বলিতেছেন, পাঁচ শত টাকা তোমার অলঙ্কা প্রস্তুত করিতে লাগিবে, আর পাঁচ শত টাকা নিমন্ত্রণে ও বিব হের অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় হইবে। এ বিষয়ে তোমার মত কি

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, আমার অত অলঙ্কারের কিছু প্রয়ে জন নাই। আমাদিগের অবস্থা এমন নহে যে, বৃথা আড়ম্বরে জন্য আমরা অত টাকা ব্যয় করিতে পারি। যাঁহারা সম্প অবস্থার লোক তাঁহারাও বেশ ভুষার আড়ম্বরে অনর্থক অধি টাকা ব্যয় করেন, ইহা বিধেয় নহে। সামান্য অবস্থার গৃহস্থে পক্ষে এরূপ অসঙ্গত আড়ম্বরেচ্ছা সর্ব্বনাশের মূল। তুমি বলিয়াছ, তুমি প্রতি মাসে শতকরা এক টাকা সুদ প্রাপ্ত হও এই পাঁচশত টাকায় আমাদিগের মাসিক পাঁচ টাকা সুদ আ সিবে; ইহার দ্বারা আমাদিগের সংসারের অনেক অসচ্ছলত দূর হইতে পারে; আর যদি সংসারের ব্যয় অন্যরূপে সঙ্কুল হয়, আমরা এই অর্থের দ্বারা অনেক সৎকার্য্যের সাহায্য করিতে পারিব। তাহাতে যে সুখ হইবে, কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের ভা অঙ্গে বহন করিয়া কি সে সুখ হইবার সম্ভাবনা আছে? আমা গহনার জন্য তোমাকে কিছুই ব্যয় করিতে হইবে না।

সুরেশ। এককালে নিরাভরণা থাকা ভাল দেখাইবে না

সুরুচি। আমিও তাহা বলিতেছি না। আমার হস্তের

া ছিল, তাহা অনেক দিনের হইয়াছে বলিয়া বাবা তাহা নূতন াইতে দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি একজোড়া ইয়ারিং ক্রয় রিয়া আনিয়াছেন এবং এক গাছি চিক প্রস্তুত করাইয়াছেন। াই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহা না হইলেও এখন চলিতে রিত। তবে মা ও বাবা আদর করিয়া দিতে চাহিতেছেন, মি নিষেধ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা এতকাল আমাকে তিপালন করিয়াছেন, এখন আমার নিজের সংসার হইতেছে, ছে তাঁহারা মনে করেন, আমি তাঁহাদিগের স্নেহের দান পেক্ষা করিতেছি, তাঁহাদিগের অনুগ্রহ আর প্রার্থনা করি না; যেই তাঁহাদিগের স্নেহাশীর্ব্বাদ স্বরূপ ঐ আভরণ গুলি আমাকে হণ করিতে হইবে। বাবা তোমাকেও কিছু দিতে চাহিয়া- লেন, কিন্তু আমি নিষেধ করিয়াছি। তথাপি তোমাকে দুইটী আভরণ গ্রহণ করিতে হইবে; না করিলে দুঃখিত হইব। বাবা লিয়াছেন, তোমাকে লইয়া যাইয়া একটী ঘড়ি ও চেইন এবং কটী অঙ্গুরীয় তোমার পসন্দ মত ক্রয় করিবেন।

সুরেশ। কিন্তু তোমার পিতার অর্থে আমি উহা ব্যবহার রিতে প্রস্তুত নহি। আমি সাহায্য করিলেও এই বিবাহে াহার অনেক টাকা ব্যয় হইবে, তাঁহার ব্যয় ভার আর বৃদ্ধি রিব না যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে এই তিন দ্রব্য য়ের উপযুক্ত অর্থ তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি, তাঁহার স্তে দিও।

সুরুচি। তোমাকে টাকা দিতে হইবে না। আমি তাঁহাকে াকা দিয়াছি। সংসারের সকলের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়াও তদিন আমার এমন সময় থাকিত যে, সেই সময়ে আমি জামা প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাইতাম, এইরূপে আমার হস্তে চারিশত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। বাবার হস্তে

তাহা হইতে দুই শত টাকা দিয়াছি। তুমি কাল তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

সুরেশচন্দ্র এই সংবাদে মনে মনে প্রীত হইলেন। তৎপর সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অপর ব্যয় সম্বন্ধে তোমার কি মত তুমি তাহার কোন কথাই বলিলে না।

সুরুচি। তুমি বিবাহে পাঁচ শত টাকা ব্যয় কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, সেই টাকা হইতে আমাদিগের গৃহায়োজনের আবশ্যক সামগ্রী গুলিও ক্রয় হয়। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তোমার যে সকল ব্যবহারীয় সামগ্রী আছে, তাহা ব্যতীতও নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইবে। যে সকল জিনিস শেষে প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি বাড়ী যাইয়া ক্রয় করিব, কিন্তু যাহা এখনই ক্রয় করা আবশ্যক তাহার একটী ফর্দ্দ করিয়াছি। এই ফর্দ্দে এক শত ত্রিশ টাকা মূল্য ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহা তোমার নিজের প্রয়োজন, অথচ এখন তোমার নাই, প্রায় পঞ্চাশ টাকা মূল্যের এমন দ্রব্য আছে। সেই টাকা আমার নিজ হইতে দিতেছি। আশা করি, তুমি আমাকে এ অধিকার দিবে। আমার নিজের যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তুমি ক্রয় করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইতে; কিন্তু মা তোমাকে সে অধিকারে সম্প্রতি বঞ্চিত করিয়াছেন। আমার যাহা প্রয়োজন, তিনি এই এক মাস হইতে ক্রমে তাহা ক্রয় করিতেছেন। তুমি যদি পাঁচ শত টাকা হইতে দুই শত টাকা রাখিতে পার, তবে দেড় শত টাকা গৃহ সামগ্রীতে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা এই শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে কয়েকটী সৎকার্য্যে ব্যয় করা যাইবে। নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না, যদি তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মার নিকট জানিয়া আসিতে

পারি। আমার বিবেচনায় মার হস্তে এই কার্য্যের ভার ও টাকা প্রদান করিলেই অতি সুচারু রূপে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমাদিগের গৃহে যত নিমন্ত্রণ হয়, তাহার আয়োজন মাই করেন। সকল লোকে আমাদিগের বাড়ীতে আহার করিয়া সুখ্যাতি করে, অথচ মা বলিয়াছেন, তাঁহার অধিক টাকা ব্যয় হয় না।

সুরেশচন্দ্র সুরুচির পরামর্শে সম্মতি দিলেন। সুরুচি তাঁহার মাতৃ ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, মা বলিয়াছেন দুই শত টাকায় তিন শত লোকের আহারের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু আয়োজন এখন হইতেই করিতে হইবে। বিবাহ গৃহ সুসজ্জিত করিতে এবং অপরাপর ব্যয়ে পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম করিবে না, এই তাঁহার বিশ্বাস। ধর্ম্মদাস বাবুর স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য সুরেশচন্দ্র সুরুচির হস্তে আড়াই শত টাকা দিলেন। সুরুচিও সুরেশচন্দ্রের হস্তে পুর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ এবং পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর যে কয়েক দিন অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে সমুদয় আয়োজন শেষ হইল। সুরেশচন্দ্রের বরাভরণ, সুরুচির অলঙ্কার, বস্ত্র, শয্যা সামগ্রী প্রভৃতি সমুদয়ই ক্রয় করা হইয়াছে। আহারাদির আয়োজন ধর্ম্মদাস বাবুর পত্নী অতি পরিপাটী রূপে করিয়াছেন, সে দিকে আর কাহাকেও দেখিতে হয় নাই। ধর্ম্মদাস বাবুর দুই পুত্র এবং তাঁহার প্রতিপালিত ছাত্রগণ বিবাহ-গৃহ, ফুল পত্রাদিতে এমন সুসজ্জিত করিয়াছে যে, তপস্বীর পরম পবিত্র তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য বিবাহের দিন, ধর্ম্মদাস বাবুর গৃহ অদ্য আনন্দ ও উৎসাহে পরিপুর্ণ। অনবসরের দিন যেন শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়; দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমা-

গতা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একে একে উপস্থিত হইতেছেন, ধর্ম্মদাস বাবু দ্বার দেশে অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহার দুই জন বন্ধু অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিবাহ গৃহে লইয়া যাইতেছেন, তথায় আর এক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া আলাপাদি করিতেছেন। ছোট বড়, ধনী, দীন সকলকেই সমান আদর করা হইতেছে, আমি উপেক্ষিত হইলাম এ কথা কেহ বলিতে পারিতেছেন না। বহির্ব্বাটীতে যেরূপ শৃঙ্খলা অন্তঃপুরেও সেই রূপ পরিপাটী নিয়মে ও সুবিবেচনার সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করা হইতেছে। ধর্ম্মদাস বাবুর পত্নী দুই জন আত্মীয়ার সাহায্য লইয়া মহিলাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এইরূপে একে একে স্ত্রী পুরুষ সকলে সমাগত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ হইল; উপাসনার পর বৈবাহিক ক্রিয়া সকল হইতে লাগিল। ব্রাহ্মবিবাহের একটী অঙ্গ এই বিবাহে রক্ষা করা হইল না। ধর্ম্মদাস বাবু এবং পাত্র পাত্রীর ইচ্ছাক্রমে "কন্যা দান বা ভার সমর্পণ" ক্রিয়াটী হইতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অতিক্রম করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে, এই বিবাহে আমরা যোগ দিতে পারি না, এইরূপ আপত্তি অনেকে করিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাস বাবু তাঁহাদিগকে অনেকপ্রকার বুঝাইয়া তাঁহাদিগের আপত্তি ভঙ্গ করেন। বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে পর, সকলকে আহারার্থে আহ্বান করা হইল। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে পুরুষদিগের এবং অন্তঃপুরস্থ দুইটী গৃহে কুলকন্যাদিগের আহারস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে সকল সামগ্রী অগ্রে পরিবেশন করিয়া রাখিলে নষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই পরিবেশন করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে পর পরিবেশিত হইতে লাগিল। "তরকারি, তরকারি, দই, দই, সন্দেশ সন্দেশ" বলিয়া কাহাকেও

চীৎকার করিতে হইতেছে না। যথা সময়ে ও যথাক্রমে সকল দ্রব্য আসিতেছে, যাঁহার যাহা আবশ্যক, তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইতেছে, কাহাকেও কিছু চাহিতে হইতেছে না। পরিবেশনের সুশৃঙ্খলা ও আহার সামগ্রীর উৎকৃষ্ট আয়োজন দেখিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতেছেন। কেহ প্রশংসা করিতেছেন, আবার পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিদিগকে মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "এত যে ভাল ভাল দ্রব্য খাইতেছ, তাহা কেবল আমাদিগের প্রসাদাৎ; সুরেশচন্দ্র দারুণ কৃপণ, সে সমষ্টিতে পাঁচশত টাকা ব্যয় করিতে চাহিয়াছিল; আমরা অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে পাঁচশত টাকার ন্যূনে আহারাদির ব্যয়ই নির্ব্বাহ হইবে না। তৎপর এই আয়োজন হইয়াছে।" সে যাহা হউক, বিবাহ কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলায় ও পরিপাটী রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল। শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আহারাদির ব্যয় দুই শত টাকার ন্যূনে নির্ব্বাহ হইয়াছে; সুতরাং সুরেশচন্দ্র এক শত টাকা আপনার ইচ্ছানুরূপ নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিজগৃহে।

বিবাহের পর সুরুচি পিতৃগৃহে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া আজ নিজগৃহে আগমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই, নূতন গৃহ পত্তন করিতে যে কত আয়োজন ও পরিশ্রম আবশ্যক করে, এখন তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে

পারিতেছেন। স্ত্রীজাতির অযথা নিন্দাকারীরা আজ আসিয়া দেখুক যে, সুরুচি পরিশ্রমে কাতর কি না, তিনি পবিত্র প্রণয় অপেক্ষা ধন সম্পত্তিকে অধিক ভাল বাসেন কি না? সুরুচি বিবাহের জন্য কখনও ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেন না; তাঁহার নিজের আকাঙ্ক্ষানুরূপ পাত্র না পাইলে বিবাহ করিবেন না, তিনি ইহা স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহারা সর্ব্বদা লোকের নিকট নিন্দা করিয়া বেড়াইত যে, সুরুচি প্রণয়াভিলাষিণী নহেন, তিনি ঐশ্বর্য্যা প্রার্থিনী; ধন সম্পত্তির নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিবেন। এই নীচ নিন্দাকারীরা যে কত প্রকারে সুরুচির পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্রতার অপবাদ দিয়া গ্লানি করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তবে সুরুচির এই একমাত্র সান্ত্বনার কারণ ছিল যে, কেবল মাত্র তিনিই অযথা নিন্দার ভাজন হন নাই, শিক্ষিতা ও শিক্ষার্থিনী মহিলাগণের প্রায় সকলেই তাঁহার সহযাত্রিণী; পূর্ব্বোক্ত অযথা নিন্দাবাদ তাঁহাদিগের সকলের সম্বন্ধেই অল্লাধিক পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল গুণপুরুষ এইরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না যে, সুখ সচ্ছন্দে থাকিবার অভিলাষ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুশিক্ষিতা কুলকন্যাগণ যদি এ ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতেন, তাহা হইলেও কোনক্রমে নিন্দার বিষয় হইত না। নিন্দাকারিগণ যদি নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এইরূপ নিন্দা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহারা কি সদ্‌গুণশীলা ও সদবস্থান্বিতা কুলকন্যাদিগের পাণিগ্রহণাভিলাষ করেন না? যে সকল শিক্ষিতা মহিলা এইরূপ নিন্দার ভাজন হইতেছেন, তাঁহারা গুণপক্ষপাতিনী সন্দেহ নাই, এবং তাহাতেই তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু তাঁহারা

ঐশ্বর্য্যের নিকট আত্মবিক্রয়ার্থিনী এ অপবাদ নীচ নিন্দুক ভিন্ন তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কেহ প্রদান করিতে পারে না অন্ততঃ সুরুচি যে এ অনুযোগের পাত্রী নহেন, তিনি আত্মজীবনে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ধনবান লোকদিগকেও অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্ধন ব্যক্তি সুরেশচন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহার গৃহে আসিয়া কিরূপ মনের আনন্দে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, নিন্দাকারিগণ একবার অবলোকন কর, তাহার পরও যদি নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হয়, করিও।

সুরুচি নিজহস্তে দুই বেলা রন্ধন করিয়া যে সময় পাইলেন, ক্রমান্বয়ে দিবারাত্রি তিন দিন পরিশ্রম করিয়া গৃহের দ্রব্য সামগ্রীর সুশৃঙ্খলা করিলেন; যেখানে যাহা সংস্থাপন করিলে কার্য্যের সুবিধা হয় ও গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, সেই দ্রব্য সেই স্থানে রাখিলেন। প্রত্যেক বস্তুর এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; এমন কি তৃণ গাছি পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিল না। সুরুচি ইহা বিলক্ষণ জানেন যে, অতি ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রতি অযত্ন হইতে ক্রমে উত্তম ও বৃহৎ দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিও অযত্ন জন্মিয়া থাকে। তৃণকেও যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে, তদ্দ্বারা এক সময়ে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

সুরুচির জন্য সুরেশচন্দ্রের বন্ধুগণ যে চাকরাণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, গৃহ সামগ্রীর শৃঙ্খলাদি করিবার কালে, সুরুচি তাহার দ্বারা কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না। বরং তিনি যে দ্রব্য যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন, সে তাহার কোন দ্রব্য কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে লইয়া গেলে পুনরায় তাহা যথাস্থানে রাখিত না, এক স্থানের দ্রব্য অন্য স্থানে রাখিয়া কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা করিত। বিশৃঙ্খলভাবে দ্রব্যাদি রাখিলে যে কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে, সুরুচি তাহাকে কত বার সাবধান করিয়া-

ছেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইবে না। সে সহরের সহস্র বড়লোকের নাম করিয়া বলিবে, আমি এত বড় লোকের বাড়ীতে কাজ করিয়াছি এত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়াছি, কাজ করিয়া বুড়ো হইলাম, এখন আমাকে আবার কাজ শিখিতে হইবে। বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিতে হইলে, এক পয়সার জিনিস আনিয়া দেড় পয়সা বলিবে, মন্দদ্রব্য পাইতে ভাল দ্রব্য আনিবে না, যাহা আনিতে বলা যাইবে, তাহা না আনিয়া নিজের মনোমত দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে; কিছু বলিতে গেলেই আবার সহরের বড় লোকদিগের বংশাবলী আরম্ভ করিবে; সে অমুকের বাড়ী থাকিতে প্রতিদিন দুই তিন টাকার বাজার করিত, কখনও এক কপর্দ্দক চুরি করে নাই, এখন বুড়োবয়সে গঙ্গাযাত্রার সময় সে চারি আনার বাজার করিতে যাইয়া চুরি করিতেছে, এই বলিয়া দুই পা ছড়াইয়া একটু কৃত্রিম কান্না কাঁদিত। সুরুচি দেখিলেন, ঝি রাখিয়া তাঁহার কোন লাভ হইতেছে না; বরং সে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী বিশৃঙ্খল করিয়া রাখে, তাহা সুশৃঙ্খলা করিতে যে সময় ব্যয় হয়, সেই সময়ে তিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন, এইরূপ অকর্ম্মণ্য চাকরাণী রাখিয়া কোন লাভ নাই বলিয়া সুরুচি চাকরাণীকে বিদায় করিলেন। কিন্তু চাকরাণীকে বিদায় করিয়া সুরুচি এক নূতন অখ্যাতি ক্রয় করিলেন। চাকরাণী বিদায় হইয়া যাইয়া ব্রাহ্মদিগের নিকট সুরুচিকে বড় মুখরা ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। যাহাতে নিজের কোন ক্ষতি নাই, এমন সময়ে অনেকে বিলক্ষণ পরদুঃখ কাতর ও উদার হইতে জানেন। সুতরাং চাকরাণীর কত্রিম অশ্রুজলে অনেকের হৃদয় ভিজিয়া গেল। তাহারা সুরুচিকে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অবধারিত করিয়া রাখিলেন।

এদিকে চাকরাণীকে বিদায় করিয়া সুরুচি সুরেশচন্দ্রকে

লিলেন যে তিনি যখন প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে যান, তখন তনি নারায়ণকে সঙ্গে লইয়া গেলে এবং আসিবার সময় বাজার রিয়া আসিলে, বড়ই ভাল হয়। সুরেশচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত ইলেন। নারায়ণ বেহার প্রদেশের লোক, সুরেশচন্দ্রের াফিসে চারি টাকা বেতনে বেহারার কার্য্য করে, সুরেশচন্দ্র াহাকে খাইতে দেন; সে তিন বৎসর হইল তাঁহার নিকটে াছে এবং তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। সুরেশচন্দ্র ারায়ণকে লইয়া প্রতিদিন বাজার করিয়া আনেন, সুরুচি নিজ স্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করেন; দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত প্রকার প্রস্তুত করেন। সুরেশচন্দ্র আহার করিতে বসিয়া বোধ করেন, যেন পঞ্চামৃত আহার করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র আফিসে যান, সুতরাং তাঁহাকে দিনের বেলা অতি শীঘ্র শীঘ্র আহার করিতে হয়, এই জন্য তাঁহাদিগের স্বামী স্ত্রীর দিনে একত্রে আহার করিবার সুযোগ এখনও হইয়া উঠে নাই, তবে রাত্রিযোগে উভয়েই একত্রে আহার করিতে বসেন এবং নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিয়া ভোজন করেন। তিন চারি দিনের হিসাব করিয়া দেখা গেল, চাকরাণীর হাতে যে খরচ হইত, তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে অনেক ভাল দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং অল্প পয়সায়ও অতি উত্তম আহার হইতেছে।

চাকরাণীকে বিদায় করিয়া দিয়া সুরুচি একজন নূতন চাকরাণীর জন্য মাতার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাস বাবুর পত্নী সেই পত্রের উত্তর লিখিয়াছেন:—

কল্যাণীয়া সুরুচি,

তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম, তুমি চাকরাণীর জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ। যশীর দ্বারা একজন ভাল চাকরাণীর অনুসন্ধান করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছি। তুমি এখনও একপ্রকার

বালিকা; জাননা যে কলিকাতায় ভাল চাকরাণী পাওয়া কেমন দুর্ঘট। অনেক যত্নে ও চেষ্টার পর যশী আমার কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছে। আমি যশীকে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে আমার সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে চলে না। তোমার এখানকার কার্য্যভার আমি এবং যশী ভাগ করিয়া লইয়াছি। তোমার ছোট সংসার তুমি একজন নূতন চাকরাণী লইয়াও এক-প্রকার কার্য্য চালাইতে পারিবে, এবং ক্রমে তাহাকে শিখাইয়া কার্য্যোপযোগী করিতে পারিবে। তবে তোমাকে চাকরাণী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া দিতেছি। যে চাকরাণী বড় লোকের গৃহে কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে নিযুক্ত করিও না, বড় লোকের গৃহিণীরা দাস দাসীদিগের কার্য্যাদি স্বচক্ষে দর্শন করেন না, তাহারা নিজের ইচ্ছানুসারে যাহা করে, তাহা-তেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই জন্য তাহাদিগের এমন অভ্যাস পাইয়া যায় যে, তাহারা অন্যের উপদেশমতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয় না। আর তুমি তাহার পূর্ব্ব কর্ত্রীর ন্যায় বড় লোক নও বলিয়া, সে তোমাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে। যাহারা অনেক দিন এক গৃহে কার্য্য করিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, এমন কোন চাকরাণীকে কখনও নিযুক্ত করিও না। ইহা স্মরণ রাখিও যে, গুরুতর অপরাধ না হইলে, অনেকদিনের ভৃত্যকে কেহ পরি-ত্যাগ করে না। অধিকন্তু যাহারা এক গৃহে অধিক কাল কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কোন রূপ নূতন কার্য্য করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইবে না। সুতরাং তাহা-দিগের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া অনর্থক সময় ক্ষয় করিতে হইবে। আমার পরামর্শ এই, পল্লীগ্রাম হইতে নূতন আসিয়াছে, অল্প বয়স এবং তোমার গৃহে দিবা রাত্রি অবস্থিতি করিতে প্রস্তুত, এইরূপ দেখিয়া এক জন চাকরাণী নিযুক্ত করিও; সে

যদি তোমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার কার্য্যাদি বিশেষ না জানা থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে কতক লাভই আছে, তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। ভৃত্যকে অকারণে বা অল্প কারণে যে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য নহে, এবং তাহাদিগের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহা তোমাকে স্মরণ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি তোমার নিতান্তই অসুবিধা হয়, লিখিও, আমি অগত্যা যশীকেই পাঠাইয়া দিব।

মাতার পত্র পাইয়া সুরুচির অনেক জ্ঞান লাভ হইল। বড় লোকের গৃহে যাহারা চাকরাণীর কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে চাকরাণী নিযুক্ত করিয়া যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, সুরুচি তাহার যথেষ্ট পরিচয় অগ্রেই পাইয়াছেন। এখন সঙ্কল্প করিলেন, মাতা যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, যত দিন তেমন চাকরাণী না পাইবেন, তত দিন তিনি চাকরাণী রাখিবেন না। কিছু দিন সুরুচিকে চাকরাণী ভিন্নই কার্য্য চালাইতে হইল। অবশেষে তিনি ইচ্ছানুরূপ চাকরাণী প্রাপ্ত হইলেন। চাকরাণীর নাম বিমলা, বাড়ী মেদিনীপুরের জেলায়। বিমলা অল্প বয়সে বিধবা, তাহার ত্রিসংসারে আর কেহই নাই। এখন তাহার বয়স ২২ বৎসর। দেশে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী কাজ করিত। ব্রাহ্মণের স্ত্রী বড় মুখরা, বিমলাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করিতেন এবং কখন কখন প্রহারও করিতেন। বিমলা রাগ করিয়া গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কলিকাতায় কাজ করিতে আসিয়াছে। সুরেশ চন্দ্রের প্রথম আশ্রয় স্থান ছাত্রদিগের বাসায় বিমলার গ্রামের এক স্ত্রীলোক কাজ করে, সে বিমলাকে আনিয়া সুরেশচন্দ্রের গৃহে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিমলা আসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু সুরুচি তাহাকে তিন চারি দিন অন্য কার্য্য করিতে

দিলেন না; কেবল এই মাত্র বলিয়া দিলেন, গৃহের কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য রহিয়াছে, তুমি তিন চারি দিন তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লও, যখন দেখিব যে সমুদয় দ্রব্য তোমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে, যখন যাহা আনিতে বলি, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিতে পারিতেছ এবং কার্য্যশেষ হইলে পুনরায় সেই স্থানে লইয়া রাখিতে পারিতেছ, তখনই তোমার উপর কার্য্যের ভার দিব।

বিমলার বুদ্ধি আছে; সে কর্ত্রীর পরামর্শানুসারে চলিয়া তিন চারি দিনের মধ্যেই দ্রব্যাদির যথাস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিল। মা ঠাকুরাণী যে দ্রব্য যেখানে রাখিতেন, সে সেই রূপ রাখিতে লাগিল। বিমলা দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খলায় রাখিতে শিখিয়াছে দেখিয়া সুরুচি তাহাকে ক্রমে ক্রমে গৃহ কার্য্যের অন্যান্য বিষয়ও দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ত্রুটি দেখিলে, তাহাকে তিরস্কার না করিয়া মা ঠাকুরাণী তাহাকে ত্রুটি বুঝাইয়া দেন, ভবিষ্যতে এ ত্রুটি যেন আর না হয়, এইরূপ সাবধান করিয়া থাকেন, তাহাকে স্নেহ করেন, এবং আপনারা যে সকল দ্রব্য আহার করেন তাহার একাংশ তাহাকে দেন, এই সকল কারণে বিমলা মা ঠাকুরাণীর বড়ই বশীভুত হইয়াছে। মা ঠাকুরাণী যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন সে এমন কোন কার্য্য করে না। যাহাকে দেখে, তাহার নিকটই শত মুখে মাঠাকুরাণীর প্রশংসা করে। মাঠাকুরাণীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবার বিমলার আর একটী কারণ আছে। বিমলা স্বদেশে যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চাকরাণী ছিল, সেই বাড়ীর সকলে তাহাকে বিম্‌লী বলিয়া ডাকিত, সুরুচির গৃহে বিমলা যে দিন আসিয়াছে সেই দিন সুরুচির মুখে স্নেহমাখা 'বিমল' ডাক শুনিয়া বিমলার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। এই এক কথায়ই সে মাঠাকুরাণীকে বড় ভাল মানুষ বলিয়া ঠিক করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহার সে অনুমান অসঙ্গত হয় নাই। একটী

সামান্য কথারও প্রকার ভেদের উপর যে কিরূপ ফলাফল নির্ভর করে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন, অথবা অবগত থাকিলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হন না।

সুরুচি যখন পাক করিতে থাকেন, তখন বিমলা তাহার নিকট আপনার দুঃখের কথা, গ্রামের লোকের পরিচয় এবং ব্যবহারের প্রসঙ্গ উপস্থিত করে। বিমলা আত্ম দুঃখের কথা বলিতে অধিক ভাল বাসে। সুরুচি তাহার সে সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হন এবং স্নেহের সহিত তাহাকে সান্ত্বনা করেন। একদিন সুরুচি পাক করিতেছেন, বিমলা তাঁহার নিকট কিছু-কাল নীরবে বসিয়া আছে; বোধ হইতেছে যেন কিছু বলিবে, কিন্তু বলিতে সাহস করিতেছে না। সুরুচি বিমলার এই অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিমল' তোমার কি কিছু বলিবার আছে? তবে বল না কেন?

বিমলা। মা, আমাকে বাজার করিতে দিবেন?

সুরুচি। কেন? সংসারে এত কাজ রহিয়াছে, তোমাকে সমুদয় দিন খাটিতে হয়, তুমি ত আর বসিয়া থাক না, তবে বাজার করিবে কখন? আর তোমার যে বয়স, এ বয়সে একাকী বাজারে যাওয়া ভাল নহে।

বিমলা। মা, আমি একাকী যাইব না, ছাত্র বাবুদের বাসার ঝি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

সুরুচি। বিমল, আমি এখন বুঝিয়াছি, সে তোমাকে পরা-মর্শ দিয়াছে, বাজারের পয়সা চুরি করা তাহার উদ্দেশ্য। ছি, বিমল, তুমি চোরের সহায়তা করিও না, এবং তাহাদিগের পরা-মর্শ লইও না। চুরি করিয়া তুমি পাপ করিবে কেন? তুমি যে বেতন পাও তাহা খাওয়াইবার লোকও ত সংসারে তোমার কেহ নাই।

বিমলা কিছু অপ্রতিভ হইল। তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, সে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আর তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিব না, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

সুরুচি। বিমল, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই; আমি আগেই বুঝিয়াছিলাম, তোমাকে অন্যে পরামর্শ দিয়াছে; তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম; কুলোকের পরামর্শ লইয়া অধর্ম্মের পথে যাইও না। আমি মনে করিয়াছি, তুমি রন্ধন করিতে শিখিলে তোমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব।

বিমলা। মা, আমিত পাক করিতে জানি, পাক করা আর শিখিতে হইবে কি।

সুরুচি। "আমি যে সকল খাদ্য প্রস্তুত করি, বিমল তুমি প্রায় প্রতিদিনই তাহার অত্যন্ত প্রশংসা কর এবং বল যে, ব্রাহ্মণদের বাড়ীর মেয়েরা এমন পাক করিতে পারিত না। রন্ধনকার্য্য ভালরূপে শিক্ষা না করিলে ভাল পাক করা যায় না। তুমি পূর্ব্বে যে দ্রব্য পাক করিতে না দেখিয়াছ, তাহা কি কখনও পাক করিতে পার?" বিমলা তখন বুঝিতে পারিল যে পাক শিক্ষা করিতে হয়। সেই দিন হইতে সুরুচি বিমলাকে পাক শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন্ খাদ্য প্রস্তুত করিতে কি জিনিস প্রয়োজন হয় এবং তাহার স্থূল সম্ভাবিত ব্যয় কত হইতে পারে, সুরুচি পিতৃ গৃহে থাকিতেই এই সকল বিষয় একটী খাতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন একটী নূতন পাক শিক্ষা করিতেন, তখনই তাহা ঐ খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। সুরুচি বিমলাকে বলিলেন, বিমল, তুমি যদি কিছু লেখা পড়া শিখিতে পার, তবে নানা প্রকার পাকের কৌশল ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে। বিমলা লেখা পড়া শিখিতে সম্মত হইল। সচরাচর

যে সকল দ্রব্য রন্ধন করা হয়, সুরুচি বিমলাকে অগ্রে তাহা দিয়া তাহার হস্তে পাকের ভার সমর্পণ করিলেন এবং আপনি অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন চারি মাসের মধ্যে বিমলা এক প্রকার পড়িতে শিখিয়া সুরুচির সুন্দর হস্তাক্ষর পাঠ করিতে সমর্থ হইল। সুরুচি তখন তাহার হস্তে নিজের সেই খাতাটী প্রদান করিলেন, এবং এক এক দিন এক একটী খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাহার রন্ধন প্রণালী বিমলাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বিমলা ক্রমে ক্রমে সুদক্ষ পাচিকা হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় একটী বড় যন্ত্রণার সামগ্রী আছে, ধোপারা নিয়মিত সময়ে কাপড় প্রদান করে না। অনেককে মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। পরিধেয় বস্ত্র, বিছানার আস্তরণ প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা সুরুচির প্রকৃতিসিদ্ধ কার্য্য। কিন্তু সুরুচি দেখিতে পাইলেন, ধোপার অত্যাচারে তাঁহার এই প্রকৃতিসিদ্ধ কার্য্যের অন্যথা হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন, স্বয়ং মাঝে মাঝে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লইবেন। বিমলা তাঁহার সাহায্য করিতে সম্মত হইল। সুরুচি সপ্তাহে দুই বার বস্ত্রাদি পরিষ্কার করেন; এতদ্ব্যতীত যে সকল বস্ত্র স্নানের পর পরিত্যাগ করা হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ সাবান দিয়া প্রতি দিন তাহা পরিষ্কার করিয়া থাকেন। গৃহে কলপ প্রস্তুত করিয়া সপ্তাহে দুই দিন কাপড়ে কলপ দেওয়া হয়। সুরুচি একটী ইস্তিরি ক্রয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাপড় ইস্তিরি করেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে সুরুচির গৃহের এক খানি বস্ত্রও আর অপরিষ্কার থাকিতে পারিতেছে না।

বস্ত্র ও শয্যাস্তরণ প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভিলাষ সুরেশচন্দ্রের বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছা থাকিলেও ধোপার অত্যাচারে তিনি বস্ত্র ও শয্যা সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারি-

তেন না। এই জন্য কখন কখনও তাঁহার এক প্রকার গ্লানি বোধ হইত। বিবাহের পর হইতে সুরেশচন্দ্রকে আর সে ভাবনা ভাবিতে হয় না। সুরুচি বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখিবার নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন পর তাঁহার মনে এক প্রকার নূতন স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়াছে। তিনি গৃহের বিমল পরিচ্ছন্নতা দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকেন; কর্ম্মালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোধ করেন, যেন পবিত্রতার আলয়ে আসিয়াছেন; যাহা দেখেন, তাহাতেই চক্ষু স্বার্থক হয়।

সুরুচির গৃহ সজ্জার অধিক সামগ্রী আছে এমত নহে। তবে যাহা কিছু আছে, তাহাই এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে যে অনেক গৃহের বহুবিধ সজ্জা সামগ্রীতেও তেমন শোভা সম্পাদন করে না। সুরুচির আর একটী গুণ আছে, তিনি নিতান্ত সামান্য বস্তু দ্বারাও গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে জানেন। নানা বর্ণের পাখীর পালক সংগ্রহ করিয়া কোথাও একটী গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; কোথাও বা কাগজের ফুল কাটিয়া তাহা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার সামগ্রী তাঁহার গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সুরুচির গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আর একটী কারণ আছে। সুরেশচন্দ্র এবং সুরুচি এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন যে দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে তাহার উৎকৃষ্ট প্রকার ক্রয় করিবেন, 'ভাল দ্রব্যের অল্পও ভাল' এই সংস্কারের অধীন হইয়া তাঁহারা দ্রব্যাদি ক্রয় করেন সুতরাং তাঁহাদিগের গৃহের সামগ্রী সংখ্যা অল্প হইলেও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্যের শ্রী সম্পাদন শক্তি অধিক। এই কারণেও সুরুচি গৃহের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে।

আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমরা আপাততঃ সুরুচি গৃহকার্য্য প্রকরণ শেষ করিব। মৎস্য তরকারী প্রভৃতি ব্যতী-

সুরুচির গৃহে আর যে সকল খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা প্রতিদিন বাজার হইতে ক্রয় করা হয় না। সুরেশচন্দ্র প্রতি মাসের শেষ শনিবার পর মাসের আবশ্যক পরিমাণ সমুদয় দ্রব্য ক্রয় করেন, এবং রবিবার সুরুচি ও বিমলা পরিশ্রম করিয়া তাহা সুপরিষ্কৃত করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন, একত্রে দ্রব্যাদি ক্রয় করাতে বৃথা সময় নষ্ট হয় না। যেখানে যে দ্রব্য সুবিধায় পাওয়া যায়, সুরেশচন্দ্র একদিন পরিশ্রম করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে ক্লেশ বোধ করেন না। আজ তেল নাই, লুন নাই, এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে হয় না; অথচ ব্যয়ও অল্প হইয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্র সাত বৎসর আরবথনাট হুইলার কোম্পানির কার্য্যালয়ে কেরাণীগিরি করিতেছেন। তিনি যে পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এখনও তাঁহার সেই বেতনই রহিয়াছে। তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তিনি যদি অযোগ্য লোকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইতে না দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অসন্তোষের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু আফিসের বড় বাবুর আত্মীয় স্বজনেরা নিতান্ত অপদার্থ হইলেও দুই এক বৎসর অন্তরই তাঁহাদিগের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি হইতেছে; তাঁহার এক পুত্র ও শ্যালক সুরেশচন্দ্রের অধস্তন পদে নিযুক্ত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া উপরিস্থ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অথচ তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে-

ছেন না ; সুরেশচন্দ্রকেই তাঁহাদিগের কার্য্য সমাধা করিতে হয়। এমন অবস্থায় সুরেশচন্দ্রের মনে যে কষ্ট হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। তিনি এইরূপ অবিচার দেখিয়া অনেক বার কার্য্য পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু আরও কিঞ্চিৎ সংস্থান না করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিলে যদি শেষে বিপন্ন হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সুরেশচন্দ্র কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, শুনিয়া বড় বাবু তাঁহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, কেন না তাঁহার কার্য্যে কোন দোষ পাইতেছেন না। কিন্তু গোপনে এমন কৌশল সকল অবলম্বন করিতেছেন, যেন তিনি বিরক্ত হইয়া আপনা হইতেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুরেশচন্দ্রকে বড় বাবুর আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকেরই কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে হইত, তাঁহারা আমোদ আহ্লাদ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। বিবাহের পর হইতে সুরেশচন্দ্রকে এত কার্য্যের ভার দেওয়া হইল যে, তিনি আফিসে তাহা কোন ক্রমেই শেষ করিতে পারিতেছেন না। গৃহে আসিয়াও সেই কার্য্য শেষ করিতে প্রায় প্রতিদিনই দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতেছে। সুরেশচন্দ্র যদি বিবাহ না করিতেন, তবে এইরূপ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই কার্য্য পরিত্যাগ করিতেন। সুরুচি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন এইরূপ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দ্বারা এই সকল কার্য্যের কিছু সাহায্য হইতে পারে কি না।

সুরেশ। তোমার সুন্দর হস্তাক্ষর আমার অনেক কার্য্যে আসিতে পারে। কিন্তু তোমাকেও এ দুর্গতিজনক দাসত্বের

সঙ্গিনী করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হয়, এখনই এ দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করি, এই দুর্গতি ভোগ অপেক্ষা এক সন্ধ্যা শাকান্ন আহার করিয়া থাকাও শ্রেয় বোধ হইতেছে।

সুরুচি। সুরেশ, তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইতে কি তুমি আমাকে নিষেধ করিতেছ? আমার হস্তাক্ষর যদি তোমার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, আমায় সে অধিকার দিবে না কেন? তোমার কার্য্য পরিত্যাগ করা স্বতন্ত্র কথা, যদি তোমার এ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি না থাকে, পরিত্যাগ কর; সংসার কিরূপে চলিবে, তজ্জন্য অধিক ভাবিতে হইবে না। সুদের দ্বারা আমাদিগের প্রতি মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা আয় হয়; এই আয়ে আমাদিগের ক্ষুদ্র সংসার না চলিতে পারে এমন নহে। আর আমরা দুই জনে চেষ্টা করিলে অন্য উপায়েও কিছু আয় করিতে পারি। কিন্তু তুমি আর কিছু দিন পরে কার্য্য পরিত্যাগ কর, এই আমার ইচ্ছা। শত্রুর কৌশল সফল হইতে দেওয়া উচিত নহে। যখন দেখিবে, তাহারা তোমায় নির্যাতন করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়াছে, তখনই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পার। আমি প্রতিদিন তোমায় কতক সাহায্য করিব।

এই বলিয়া সুরুচিও সুরেশচন্দ্রের সহিত একত্রে লিখিতে বসিলেন। সুরুচির হস্তাক্ষর সুরেশচন্দ্রের অপেক্ষাও সুন্দর। সুরেশ দেখিয়া আনন্দে ভাসিয়া গেলেন। অন্যের নিকট পরাস্ত হইলে এত আনন্দ হয়, সুরেশ অগ্রে জানিতেন না। সুরুচি এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিন চারি দিন লিখিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সুরেশচন্দ্রের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। একদিন আফিসের বড় সাহেব, মিষ্টার আরবথনাট আফিসের কতকগুলি হিসাবে স্ত্রীহস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বড় বাবুকে

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় বাবু কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, সুরেশচন্দ্রকে ইহা লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে কাহার দ্বারা ইহা লেখাইয়াছে, আমি বলিতে পারি না। সাহেব বড় বাবুকে বিদায় করিয়া সুরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিলেন। বড় সাহেবের সহিত সুরেশের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ সাহেবকে যথাবিহিত অভিবাদন করিলে পর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হস্তাক্ষর কাহার? সুরেশ তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিলেন। এই উপলক্ষে সাহেবের সহিত সুরেশচন্দ্রের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। সুরেশ পরিশুদ্ধরূপে ইংরাজিভাষা বলিতে পারেন দেখিয়া সাহেব প্রথমেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার সমুদয় বিবরণ শুনিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। বড় বাবু যে তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, সাহেব তাহা বুঝিতে পারিলেন। বিদায়কালে সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমরা আপনাদের স্বামী স্ত্রীকে আমাদিগের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করি, তবে বোধ হয়, আপনাদিগের আপত্তি হইবে না। সুরেশ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় হইলেন।

বুধবার অপরাহ্ণে আরবথনাট সাহেবের সহিত সুরেশচন্দ্রের আলাপ হয়। শনিবার রাত্রিতে তাঁহাদিগের আহারের নিমন্ত্রণ হইল। আরবথনাট সাহেব, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং কন্যাগণ সুরেশচন্দ্র ও সুরুচির সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বাঙ্গালীর গৃহে এমন সুশিক্ষিতা কুলকন্যা আছেন, আরবথনাট পরিবারের পূর্ব্বে এ বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তাঁহারা হিন্দুকুলে এই অপ্রত্যাশিক স্ত্রীরত্ন দেখিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয় জাতির সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অসঙ্কুচিত চিত্তে অনেক আলাপ হইল। সুরুচি ও সুরেশ-

চন্দ্র বিদায় লইয়া আসিবার সময়, আরবথনাট সাহেব সুরুচিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনার স্বামীর প্রতি এত দিন নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে; আমি শীঘ্রই সে ত্রুটি সংশোধন করিব।

সোমবার আফিসে রাষ্ট্র হইল, বড় সাহেব, সুরেশচন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রীকে শনিবার আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশিত হইলে পর, সুরেশচন্দ্রের সহিত অনেকেই উপযাচিত হইয়া আলাপ করিতে আসিলেন। এমন কি বড় বাবুর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রকোপ রহিল না, সুরেশচন্দ্রের সহিত তিনিও আপ্যায়িততা করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহা হউক, সুরেশচন্দ্রকে এই কার্য্যে অধিক দিন থাকিতে হইল না। আরবথনাট হুইলার কোম্পানি আর একটী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন একপক্ষ গত না হইতেই সুরেশচন্দ্রের বেতন আপাততঃ একশত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। বড়সাহেব তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই তাঁহার বেতনও ক্রমে বৃদ্ধি হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের পরোপকার সাধন।

সুরুচি নূতন গৃহে আগমন করিলে পর, তাঁহার প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, সস্নেহ ব্যবহারে লোক যেমন প্রসন্ন হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। সুরুচির আদরে তাহারা পরম পরিতুষ্ট হইল। প্রতি দিনই তাহাদিগের অনেকে সুরুচিকে দেখিতে

আসে। সুরুচির গৃহের এক প্রকার শৃঙ্খলা হইলে পর, তিনি তাহাদিগের সুখ দুঃখের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন প্রথম চাকরাণীকে বিদায় দেন, তখন সুরেশচন্দ্র আফিসে চলিয়া গেলে পর, এক দিনও সুরুচিকে একাকী থাকিতে হয় নাই প্রতিবেশিনীদিগের দুই চারি জন সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিত। তিনি সেলাই করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত গৃহকর্ম্মের নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। তিনি ক্রমে অবগত হইলেন, যে, এই সকল স্ত্রীলোকের যথেষ্ট অবসর আছে, তাহাদিগের স্বামী প্রভৃতি প্রাতঃকালে ৮॥॰ কি ৯ ঘটিকার সময় কর্ম্মস্থানে চলিয়া যায়, সন্ধ্যার পুর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই সকল স্ত্রীলোকের অতি অল্পই কার্য্য থাকে; তাহারা বৃথা গল্প এবং সময়ে সময়ে কলহ করিয়া সময় কাটায়। সুরুচির মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন, তাহাদিগের এই দীর্ঘ অবসর কাল কোন রূপ লাভকর কার্য্যে নিযোগ করিবেন। এই স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে সুচি-কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। পাড়ার সমুদয় স্ত্রীলোক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তিনি তাহাদিগকে সুচি-কর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন মাসের পর দেখা গেল তাহাদিগের অনেকেরই হস্ত সুদক্ষ হইয়াছে; ইহা দেখিয়া সুরুচি রীতিপূর্ব্বক একটী ব্যবসায় খুলিবার অভিপ্রায় করিলেন। তাঁহারা যে সকল পরিচ্ছদ ইতিমধ্যে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, চাঁদনীর এক জন দোকানদার আসিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তাহাতেও তাঁহাদিগের কতক লাভ হইয়াছিল, সুরুচি দেখিলেন, এখন অনেকের সূচি কর্ম্মে যেরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাহাতে রীতি পূর্ব্বক

কার্য্য আরম্ভ করিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। তিনি ইহা অবধারিত করিয়া অপর স্ত্রীলোকদিগকে মনের কথা জানাইলেন, তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বয়ং লভ্যের চারি আনা অংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট বার আনা তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যতানুসারে বণ্টন করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। সুরেশচন্দ্রকে একথা বলিলেন না। তাঁহার নিজ হস্তে যে দেড় শত টাকা ছিল, তাহা হইতে এক শত টাকা সুরেশচন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, আমার জন্য একটী সেলাইয়ের কল ক্রয় করিয়া আনিবে, আমাদিগের যে সকল কাপড় প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি ঘরেই প্রস্তুত করিব। সুরেশচন্দ্র কল ক্রয় করিয়া আনিলেন। সুরুচি দরজীর ব্যবসায় রীতিপূর্ব্বক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে কাপড় ক্রয় করিতে হইতেছে না, চাঁদনীর দোকানদার কাপড় আনিয়া দেয়, তিনি কেবল সেলাইয়ের মূল্য গ্রহণ করেন। এইরূপে তিন মাস গত হইলে পর দেখাগেল, কোন স্ত্রীলোকেরই মাসে পাঁচ টাকার ন্যূন আয় হইতেছে না, বরং যাহারা সুদক্ষ তাহারা সাত আট টাকা পর্য্যন্ত পাইতেছে। সুরুচির নিজ অংশেও মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আয় হইতেছে। সুরুচি তাঁহার কারিকর স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, এই সকল টাকা ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করা উচিত। স্বামীদিগের উপার্জ্জিত অর্থেই যখন তাহাদিগের সাংসারিক ব্যয় এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে, তখন অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে। তাহারা তাঁহার পরামর্শানুসারে নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহার নিকটই গচ্ছিত রাখিতে লাগিল। সুরুচি প্রত্যেককে এক এক খানি খাতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন; যাহার যে মাসে যাহা পাওনা হইত, তিনি তাহার খাতায় সেই টাকা জমা করিয়া দিতে লাগিলেন।

এই রূপে নূতন ব্যবসায়ের তিন মাস গত হইল, সুরেশ-চন্দ্র ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি যখন কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিবার কথা উপস্থিত করেন, তখন সুরুচি এই নূতন ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, ' আমরা উভয়ে চেষ্টা করিলে অন্য প্রকারেও কিছু আয় করিতে পারি।" সুরেশ-চন্দ্রের যখন বেতন বৃদ্ধি হইল এবং অন্যায়-ভারগ্রস্ত পরিশ্রমের লাঘব হইল, তখন তিনি প্রতিবেশীমণ্ডলীর উপকার সঙ্কল্প করিয়া সুরুচিকে নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, সুরেশ, এখন আর তোমার নিকট আত্মগোপন করিয়া রাখা সঙ্গত হয় না। তুমি যখন নিজ হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছ, তখন আমার নিজ কার্য্যের কথাও তোমাকে বলা উচিত। আমি এত দিন না বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা করিও। আমি যে নিজ অবলম্বিত কার্য্যে কৃত-কার্য্য হইব, এ আশা আমার ছিল না, এই জন্যই তোমাকে অনেকবার বলিতে ইচ্ছা করিয়াও সঙ্কুচিত হইয়াছি। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই বলিয়া সুরুচি সমুদয় কথা বলিলেন। সুরেশের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু আর ধরিল না। কাহার কত টাকা জমা হইয়াছে, তিনি একে একে সমুদায় দেখিলেন এবং হাসিয়া বলিছেন, সুর, তুমি যে বৃহৎ সেবিঙ্কস্ ব্যাঙ্ক হইয়া উঠিলে। আমার এখন আশা হই-তেছে যে, অন্যের দাসত্ব না করিলেও চলিতে পারিবে। বরং তোমার ব্যাঙ্কেই চাকুরী করিব।" সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ে তখন যে আনন্দলহরী খেলিতেছিল, কে তাহার গণনা করিবে? তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি সমুদয় কুলকন্যা আপনাদিগের অবসর কাল এইরূপে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ দরিদ্রতা কত হ্রাস হইত। যাঁহারা বলেন, গৃহই স্ত্রীলোকের

একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র, আক্ষেপ এই, গৃহে থাকিয়াও যে কত প্রকার কার্য্য করা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহাও একবার ভাবিয়া দেখেন না। নির্ধন ভারতে পুরুষই হউন, আর স্ত্রীই হউন, কর্ম্মক্ষম কোন ব্যক্তিরই যে বসিয়া থাকিয়া অন্যের অন্ন ধ্বংস করা বিধেয় নহে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, যেখানে এখন দরিদ্রতা তথায় সচ্ছলতা উপস্থিত হইবে এবং অসচ্ছলগৃহে ধন প্রাচুর্য্য-হইবে। সুরেশচন্দ্র সুরুচির সদ্বিবেচনার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'সুর তোমার করণীয় কার্য্যত তুমি আরম্ভ করিয়াছ, আমি কিরূপে প্রতিবেশী পুরুষদিগকে সৎপথে আনিতে পারি, তাহার পরামর্শ দাও। এ কার্য্যেও তোমার বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন।"

কলিকাতার সহরে শনিবারের রাত্রি অতি ভয়ানক; বোধ হয় যেন পিশাচমূর্ত্তি পূর্ণগ্রাস বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। যেখানে যাও, প্রায় সেইখানেই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিতে পাইবে। সুরেশচন্দ্রের পাড়ার অনেক লোকও এই রাত্রি পিশাচাশ্রিত হইয়া কর্ত্তন করিত। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে শনিবার রাত্রিতে তাহাদিগকে পাপের পথ হইতে বিরত রাখা যায়, এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। যে দিন পরামর্শ করিলেন, তাহার পরবর্ত্তী শনিবার সুরেশচন্দ্র পাড়ার লোকদিগকে তাঁহার গৃহে জলযোগ করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল। সুরুচি হারমনিয়াম বাজাইলেন, দুই তিনটী ভাল গান করিলেন; তাহারা শুনিয়া 'মা লক্ষ্মীর' প্রশংসা করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র অনেক গুলি ভাল গল্প করিলেন, তৎপর তাহাদিগকে সুরুচির স্বহস্তে প্রস্তুত করা নানাবিধ জলযোগের সামগ্রী প্রদান করা হইল; এমন সুস্বাদু বস্তু তাহারা আর কখনও খায় নাই। স্ত্রী-

লোকদিগকে পূর্ব্বে ইহার দুই একটী দ্রব্য সুরুচি খাওয়াইয়াছিলেন। পাড়ার স্ত্রী পুরুষে কিঞ্চিদধিক এক শত লোক হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে জলযোগ করাইতে সুরুচির দশ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। রাত্রি ১১ ঘটিকার পর তাহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। বিদায়কালে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, যদি তাহাদিগের আপত্তি না থাকে, তিনি আগামী শনিবার রাত্রিতেও তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করেন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারি সপ্তাহ সুরেশচন্দ্র তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর এক দিবস পাড়ার কয়েক জন স্ত্রীলোক সুরুচিকে বলিল, মা, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদিগের স্বামী ও পুরুষ আত্মীয়দিগকে ভাল করিবার জন্যই আপনারা এত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনাদিগের বিস্তর টাকা খরচ হইতেছে; আমরা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে, সে টাকাও আপনারই; আমাদিগের ইচ্ছা যে, আমরা সকলেই এ বিষয়ে আপনার কিছু কিছু সাহায্য করি, আপনি অনুগহ করিয়া নিষেধ করিবেন না। সুরুচি তাহাদিগের সরল হৃদয়ের ভাব দেখিয়া সুখী হইলে এবং তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাহারা চাঁদ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিল, অবশি ব্যয়ের ভার সুরুচি গ্রহণ করিলেন। প্রতি শনিবার পূর্ব্ব নিয়া কার্য্য চলিতে লাগিল। সুরুচি এই স্ত্রীলোকদিগের কয়ে জনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার সহিত গ করিয়া থাকে। তিন চারি মাস গত হইলে পর, সুরেশচন্দ্রে প্রতিবেশীমণ্ডলীর পাপ পথে গমনেচ্ছা এক প্রকার দূর হ গেল। সুরেশচন্দ্র তাহাদিগকে সপ্তাহে দুই বার করিয়া কি কিছু লেখা পড়া শিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁ

প্রতিবেশিগণ তাঁহাদিগের স্বামী স্ত্রীর সদ্গুণে এমন বাধ্য হইয়াছে যে, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহারা অম্লান চিত্তে তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়; এই প্রস্তাবেও সম্মত হইল। ইহা বলা আবশ্যক, সুরুচি ইহার পুর্ব্বেই স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুরুচির সুদৃষ্টান্তেই সুরেশ-চন্দ্রের এই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। সুরেসচন্দ্রের গৃহে বয়স্থ স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠীত হইয়াছে। অনেকেই যত্নের সহিত প্রয়োজনীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। সুরুচি যখন অবকাশ প্রাপ্ত হন, তখন প্রতিবেশীদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁহার পরামর্শে তাহারা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; শয্যা ও গৃহ পরিষ্কার রাখিতে শিখিয়াছে এবং গৃহ সামগ্রী সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত অবস্থায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সুরুচি মাসে, পক্ষে বা সপ্তাহে কত দিন প্রতিবেশীদিগের গৃহে গমন করিয়া নানা বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য করিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে তাঁহার হৃদয়ের টান সে দিকে রহিয়াছে, তিনি যখন অবসর পান তখনই গমন করেন। কোন নিয়ম করিয়া সে নিয়মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা অপেক্ষা সুরুচির এ ব্যবস্থা মন্দ নহে।

সুরুচির অবলম্বিত ব্যবসায়ের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট কাহারও পঞ্চাশ টাকার ন্যুন অর্থ সঞ্চিত হয় নাই। অনেকের এক বৎসরে ষাট, সত্তর টাকা সঞ্চয় হইয়াছে। তিনি সুরেশচন্দ্রকে একথা বলিলেন। তৎপরবর্ত্তী শনিবার রাত্রিতে সুরেশচন্দ্র উপস্থিত প্রতিবেশীমণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিলেন, যে, তাহাদিগের স্ত্রীগণের চেষ্টায় এক বৎসরে এক এক জনের পঞ্চাশ ষাট টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

কিরূপে এই অর্থ সঞ্চিত হইল, তিনি তাহাদিগকে তাহা জানাইলেন। তাহারা নিজেও যদি স্ত্রীদিগের ন্যায় সঞ্চয় করিতে যত্ন করে, তাহা হইলে, যে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থ হইতেও কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে পারে, প্রত্যেকের আয় ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন। এইরূপ সঞ্চয়ী হইলে যে তাহাদিগের ভাবী সুখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সুরেশচন্দ্র আপনার পূর্ব্বাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তাহা সুন্দররূপে বুঝাইলেন। তাহারা সকলেই তাহাদিগের আয়ের একাংশ প্রতিমাসে তাঁহার নিকট সঞ্চয় করিতে সম্মত হইল। এবং প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেও আরম্ভ করিল। সুরেশচন্দ্র এই সকল সঞ্চিত অর্থ এবং আপনার টাকা দ্বারা তাহাদিগের অবস্থোন্নতির জন্য কয়েকটী কারবারের সূত্রপাত করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা পরের গাড়ী চালাইত, ঐ টাকা হইতে তাহাদিগকে কয়েকখানি গাড়ী করিয়া দিলেন। এইরূপ নিয়ম হইল, তাহারা নিজের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সুরেশচন্দ্রের নিকট তাহা গচ্ছিত থাকিবে। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে গাড়ী, ঘোড়া ক্রয়ের টাকা সুদসহ পরিশোধ হইয়া গেল, তাহাদিগের প্রত্যেকের এক এক খানি নিজস্ব গাড়ি হইল। এই প্রকারে সুরেশচন্দ্র সূত্রধরদিগের দ্বারা একটী কাটরার দোকান এবং রাজমিস্ত্রিদিগকে লইয়া একটী কুটীর-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিলেন। তিন বৎসরের চেষ্টায় সুরেশচন্দ্রের প্রতিবেশীমণ্ডলীর এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই পাঁচ ছয় শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সময়ে ঐ পাড়ার ভূস্বামী অমিতাচার দোষে ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার সমুদয় সম্পত্তি সেরিফের নিলামে বিক্রয় হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। সুরেশ-

চন্দ্র তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থান নিলামে ক্রয় করিলেন, এবং সমুদয় স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করিয়া তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। প্রতি কাঠার মূল্য দেড় শত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, নিজ অবস্থানুসারে এক কাঠা হইতে দেড় কাঠা পর্য্যন্ত এক এক ব্যক্তি ক্রয় করিল। এই রূপে সুরেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র উপনিবেশ সংস্থাপিত হইল। সুরুচির যত্নেই এই উপনিবেশের মূলপত্তন হইয়াছিল।

সুরেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র উপনিবেশ সংস্থাপিত হইল বটে; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে প্রতিবেশীমণ্ডলীর গৃহ গুলি স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করেন। অতিরিক্ত ব্যয় হইবে বলিয়া পাছে, প্রতিবেশিগণ তাঁহার কথা রক্ষা না করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে দৈব তাঁহার ইচ্ছার অনুকুল হইল; নিকটস্থ এক পল্লীতে অগ্নি লাগিয়া, তাহাদিগের পল্লীও ভস্মীভুত হইয়া গেল। ইহার পর সুরেশচন্দ্র সকলকে বলিয়া কয়েকটী ড্রেণ প্রস্তুত করাইলেন; স্ত্রী পুরুষের কতকগুলি স্বতন্ত্র পায়খানা এবং স্নানাগার প্রস্তুত হইল; এবং পূর্ব্ব পশ্চিম মুখ করিয়া দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইলেন। এক একটী রাস্তার উত্তরস্থিত ভুমিতে গৃহ নির্ম্মিত হইল। দক্ষিণস্থ সম্মুখের ভুমিতে এক একটী ক্ষুদ্র বাগান প্রস্তুত হইল। গৃহের চতুর্দ্দিকেই প্রশস্ত দ্বার ও জানালা রহিয়াছে, গৃহের ভিত্তি বিলক্ষণ উচ্চ ও শুষ্ক। এই সকল খোলার ঘর দেখিয়াই পথিকেরা সুরেশচন্দ্রের পাড়াকে ফিরিঙ্গিদিগের বাস ভুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। গৃহাদির এইরূপ ব্যবস্থা হইবার পর এই নুতন উপনিবেশে রোগাদি নিতান্ত বিরল হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সুরেশ চন্দ্র রাজা এবং সুরুচি রাণী। প্রত্যেক রাজা বা রাণী যদি নিজ রাজ্যের এরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারি-

তেন, সংসারের দুঃখ দুর্গতিভার অনেক কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে পুনঃ দৃষ্টি।

সুরুচি এবং সুরেশচন্দ্র পরোপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। সুরুচি বিমলাকে এমন কার্য্যনিপুণ করিয়া তুলিয়াছেন যে, বিমলা নিজ হস্তেই গৃহের অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বিমলার টাকা সুরুচি সুদে খাটাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতেছেন; বিমলার অপর কোন ব্যয় নাই, তবে তাহার পূর্ব্বতন প্রভু ব্রাহ্মণের একটী পুত্রকে সে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল, যখন তাহার গ্রামের লোক বাড়ী যায় সে তাহাদিগের সঙ্গে সেই বালকটীর জন্য কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া থাকে, তাহাতে বৎসরে তাহার দুই চারি টাকা ব্যয় হয়। এতদ্ব্যতীত বিমলার একটী বিড়াল আছে, তাহার সেবায়ও তাহার কিছু কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। বিমলার সংস্কার আছে, সংসারের মাছ দুধের অংশ পাইয়াও বিড়ালটীর উদর পূর্ণ হয় না, এই জন্য তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিমলা নিজের পয়সা মাঝে মাঝে খরচ করে। সুরুচি নিষেধ করিলে বিমলার দুঃখ হয়, এই জন্য সুরুচি কিছু বলেন না।

সুরুচির উদ্যান কেবল ফুলের গাছ ও শোভাত্মক বৃক্ষ লতায় পূর্ণ নহে। তিনি বাগানে নানা প্রকার তরকারী জন্মাইয়া থকেন। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে শোভার সামগ্রী অপেক্ষা প্রয়োজনীয়

স্তু অধিক উৎপাদন করা আবশ্যক। সুরুচির বাগানে নানা প্রকার তরকারী এত জন্মিয়া থাকে যে, তাঁহাকে প্রায় কিছুই ক্রয় করিতে হয় না। এমন কি তিনি প্রতিবেশীমণ্ডলীকে অনেক দ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকেন।

সুরুচি অপচয়ের বড় বিরোধী। যৎসামান্য দ্রব্যও অযথা নষ্ট হইতে দেখিলে তিনি দুঃখিত হন। তাঁহার গৃহের ফেণ, ভাত, তরকারীর খোলা প্রভৃতি ফেলিয়াদিতে হয় এবং তাহাতে আবর্জ্জনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া সুরুচির কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তিনি ইহা প্রতিবিধানের এক উপায় স্থির করিলেন। সুরেশচন্দ্রকে বলিয়া চল্লিশ টাকা মূল্যে একটী গরু ক্রয় করাইলেন। গরুটী দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বলিয়া তাহার নাম ধবলী রাখা হইয়াছে। ধবলীর প্রতিদিন দুবেলায় পাঁচ সের দুগ্ধ হইয়া থাকে। সুরুচি ঘৃত, মাখম, ক্ষীর, শর নানা দ্রব্য প্রস্তুত করেন। ধবলী গৃহে আসিলে পর, সুরুচির কোন দ্রব্য নষ্ট হইতেছে না। গোময় দ্বারা বাগানের উত্তম সার প্রস্তুত হইতেছে। ধবলীর জন্য প্রতিদিন অতিরিক্ত ব্যয় দুই আনার অধিক অতিক্রম করে না। নারায়ণ সিংহ, ধবলীর সেবা করে। নারায়ণ বেহারার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুরেশচন্দ্রের নূতন কার্য্যালয়ে চাপরাসী হইয়াছে; তদবধি আফিসে তাহার নারায়ণ সিংহ নাম হইয়াছে; বাড়ীর সকল লোকেও নারায়ণ সিংহ বলিয়াই ডাকেন।

নূতন কর্ম্মে প্রবেশ করিবার এক বৎসর পর সুরেশচন্দ্রের বেতন দেড় শত টাকা হইয়াছে। সুরুচির অনুরোধে সুরেশচন্দ্র এখন গাড়ী ঘোড়া করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মাসিক ব্যয় প্রায় পঁচিশ ট্যকা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সুরুচি সাংসারিক ব্যয় কিছু লাঘব করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুরুচির গৃহে

নৈমিত্তিক ব্যয়ের দ্রব্যাদি একত্রে এক মাসের জন্য ক্রয় করা হইত। এখন তাঁহার প্রতিবেশীমণ্ডলীর অবস্থা সচ্ছল হওয়াতে সুরুচি তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী সামবেতি-ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহেই এই ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। যখন যে জিনিসের নূতন আমদানি হয়, তখন সকলের সম্বৎসরের আবশ্যক পরিমাণ দ্রব্য একত্রে ক্রয় করিয়া রাখা হয়, কখন কখনও স্থানান্তর হইতেও কোন কোন দ্রব্য আনা হয়। এই উপায়ে সকলেরই ব্যয় লাঘব হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে অধিক মাত্রায় ভাল দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে।

নিজের গাড়ী ঘোড়া হওয়ার পর সুরুচি সুরেশচন্দ্রের সহিত মাঝে মাঝে সায়ংকালে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। কিন্তু তাঁহার পিত্রালয়ে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া তিনি অধিকতর সুখী হইয়াছেন, সায়ংকালে ভ্রমণোপলক্ষে তিনি এখন সপ্তাহে অন্ততঃ দুই বার মায়ের সহিত দেখা করিতে যান। যাই-বার কালে কিছু দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে না লইয়া যান না। সুরুচির মাও কন্যা এবং জামাতার জন্য অনেক সময় খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া থাকেন। পত্রে যদি সুরুচির নাম না থাকে, তিনি ভবানীপুরে যাইয়া মাতাকে অনুযোগ করিয়া বলেন, মা, তুমি এখন জামাই পাইয়াছ, আমাকে আর পূর্ব্বের মত স্নেহ কর না। তুমি যদি ভবিষ্যতে আমার নাম না লেখ, তোমার প্রেরিত দ্রব্যাদি আমি স্পর্শ করিব না। তুমি যাঁহাকে আদর ও স্নেহ কর তিনিই খাইবেন। সুরেশচন্দ্রের সহিত যদি সুরুচির কখনও ঝগড়া হয় তবে এই এক বিষয় লইয়াই হইয়া থাকে। সুরুচি প্রায়ই গাড়ী পাঠাইয়া ভাই ভগিনীদিগকে বাড়ীতে লইয়া আসেন এবং তাহা-দিগকে ষোড়শোপচারে খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট হন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ শ্মশান ক্ষেত্র নহে।

চারি বৎসর হইল সুরুচির বিবাহ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কান সন্তান হয় নাই। বিমলা এ জন্য বড়ই দুঃখিত; সে প্রায়ই রুচিকে বলে, মা, আপনার যদি একটী ছেলে হতো, আমি তাকে কোলে করে নাচাতেম, সুরুচি হাসিয়া বলেন, কেন বিমল আমার গৃহে ত ছেলের অভাব নাই। বিমলা এ কথায় সন্তুষ্ট য় না, সে বলে, মা, পরের ছেলে ত আর চির দিন আপনার য় না। আপনি পরের ছেলে নিয়ে আদর করেন, তারা কি চির দিন আপনার হইয়া থাকিবে?

সুরুচি। বিমল, এ জ্ঞান তোমার কবে জন্মিল?

বিমলা। কেন, মা, আমি এ কথা ত বাল্যকাল হইতেই জানি।

সুরুচি। তবে তুমি পরের ছেলে প্রতিপালন করিয়াছিলে কেন? এখনও সেই পরের ছেলের জন্য টাকা ব্যয় কর কেন? তাহার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে কেন? আবার পরের ঘরে ছেলে নাই বলিয়া দিবারাত্রি বৃথা আক্ষেপ কর কেন?

বিমলা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু শেষ কথায় তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সে এখন আর সুরুচিকে পর মনে করিতে পারিত না। সুতরাং সুরুচির কথা শুনিয়া তাহার মুখ পানে কিয়ৎকাল তাকাইয়া বলিল মা, কে পর? আপনি? তবে জানিলাম, সংসারে আমার আপনার বলিতে

আর কেহ নাই। এই কথা বলিতে বলিতে বিমলার চক্ষে জলধারানির্গত হইল; সে কাঁদিতে লাগিল।

বিমলার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, সুরুচি অগ্রে ইহা মনে করিতে পারেন নাই। তিনি অঞ্চল দ্বারা বিমলার চক্ষু মুচাইয়া বলিতে লাগিলেন, বিমল, আমি তোমাকে পর ভাবি নাই। এক পক্ষে বলিতে গেলে সংসারে সকলেই পর, এক মাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর আপনার কেহ নাই। অপর দিকে যাহাকে আপনার ভাব সেই আপনার হইয়া থাকে। যাহাদিগের সহিত রক্ত মাংসের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন লোকও সময় বিশেষে ও স্থল বিশেষে সহোদর ভ্রাতা ভগিনী অপেক্ষাও অধিকতর আত্মীয় বলিয়া গণ্য হয়। দেখ বিমল, ব্রাহ্মণদের ছেলে তোমার আত্মীয় নহে, তথাপি এখনও তাহার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে। আমি কেবল তোমাকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়া ছিলাম যে, পরের ছেলের জন্যও মানুষের প্রাণ টানিতে পারে। সুরুচির আদরে বিমলার কান্না ক্ষান্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুরুচির নিজের সন্তান নাই; কি তথাপি তাঁহার গৃহ শ্মশানক্ষেত্র নহে। ছোট ছোট বাল বালিকার কোলাহলে তাহার গৃহ সর্ব্বদা আমোদিত; তাহার কুর্দ্দন, ধাবন, লম্ফন ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া মৃত্তিক কম্পিত করিয়া তোলে। পরের সন্তানকে খাওয়াইয়া পরাইয় এবং তাহাদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াই সুরুচির সুখ যিনি এ সুখের মধুর আস্বাদন জীবনে উপভোগ করেন না তাঁহাকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুরুচি ব্র রক্ষার উপলক্ষে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। এই কার্য্যে তাঁহা হৃদয় টানে, এবং তিনি পরের সন্তানের সেবা করিয়া সুখী হ বলিয়াই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রতিবেশীমণ্ডলীর শিশু

সন্তানদিগকে আজ দুই বৎসর হইতে সুরুচি নিজের গৃহে আনিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটী শোচনীয় ঘটনা হইতে এই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সকল প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক সুরুচির নিকট সূচিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদের এক জনের একটী ক্ষুদ্র বালিকা এক দিন একটী কূপে পড়িয়া যায়। কূপে অধিক জল ছিল না বলিয়া তাহার মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু শরীরে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। সুরুচি বালিকাটীকে নিজ গৃহে আনিয়া তাহার চিকিৎসা এবং তিন চারি দিবস দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করেন। এমন কি শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি কোন কোন রাত্রি সম্পূর্ণরূপ অনিদ্রায় কর্ত্তন করিয়াছেন। এই ঘটনার পর, সুরুচি বিবেচনা করিলেন শিশুদিগকে একাকী গৃহে রাখা নিরাপদজনক নহে। এই সময় হইতে তিনি নিজ গৃহে শিশু সন্তানদিগের শিক্ষা দান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। পাড়ার সমুদয় অল্প বয়স্ক বালক বালিকা আজ দুই বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছে। সুরুচি তাঁহার বিদ্যালয়ের কার্য্য কতক পরিমাণে জর্ম্মণীর সুবিখ্যাত শিক্ষাবিৎ পণ্ডিত ফ্রবেলের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চালাইতেছেন। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে তিনি নানা প্রকার খেলার কৌশলে শিক্ষিত ও উপদিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর গুণে শিক্ষালাভ করিতে তাহারা কোন প্রকার কষ্ট বোধ করিতেছে না।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে, সুরুচি একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পাঠ করিলেন, বেলজিয়মে ছিন্নবাস দরিদ্র বালক বালিকাদিগের বিদ্যালয়েও এক একটী সঞ্চয় ভাণ্ডার আছে। তাহারা একবারে এক পেনি (তিন পয়সার কিঞ্চিৎ ন্যূন) পর্য্যন্ত

জমা দিতে পারে। দরিদ্র সন্তানদিগের সঞ্চিত অর্থে এক বৎসরে আশি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। সুরুচি এই আদর্শে তাঁহার আশ্রিত বালক বালিকাদিগের জন্য একটি সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। এক এক পয়সা করিয়া এই ভাণ্ডারে এক এক বারে সঞ্চয় করা যাইতে পারে। তিনি প্রথম বর্ষে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়ই একটী সুনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র উপনিবেশে কাহারও সন্তান জন্মিলে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক এক টাকা নবজাত শিশুকে যৌতুক দিবেন এই নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। যে সকল বালক বালিকা তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেও যাহাতে এই সুনিয়মের ফলভোগী হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। চব্বিশটী বালক বালিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুরুচি নিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম প্রতিবেশীমণ্ডলীর প্রত্যেকে এক বৎসরকাল তাহার নিকট প্রতি মাসে দুই টাকা সঞ্চয় করিবেন। এই সঞ্চিত অর্থ হইতে এক বৎসরের পর প্রত্যেক বালক বালিকার নামে এক এক শত টাকা সঞ্চয় ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইল। সুরুচি প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বালক বালিকাই প্রতি মাসে দুই এক আনা জমা দিতেছে। এক বৎসর গত হইলে পর, প্রতিমাসে কাহাকেও কিছু দিতে হইতেছে না। যখন নূতন সন্তান জন্মে, তখনই প্রত্যেকে এক এক টাকা যৌতুক প্রদান করেন। সঞ্চয় ভাণ্ডারের টাকা কারবারে খাটাইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। সুরুচি এই সুব্যবস্থা করিয়া তাহার ক্ষুদ্র উপনিবেশস্থ শিশু সন্তানদিগের ও ভাবীবংশের অন্ন সংস্থানের এক প্রকার উপায় করিয়াছেন। সুরুচির এই সুব্যবস্থা সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইলে মহোপকারের সম্ভাবনা।

বিমলার অনুরোধে অল্প দিন হইল, সুরুচি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। চাকরাণীদিগকে ভাল করা এই তন ব্রতের উদ্দেশ্য; তবে তিনি এই ব্রতে কত দূর কৃতকার্য্য ইবেন, এখনও বলা যায় না। সপ্তাহে দুই দিন দিবা দ্বিপ্রহরর পর বিমলার চেষ্টায় কয়েক জন চাকরাণী তাঁহার গৃহে সমবত হইতেছে। সুরুচি তাহাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য য সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখন প্রকাশ করা গল না। কার্য্যের প্রথম সূচনায় বা আরম্ভের পূর্ব্বেই দেশ বদেশে দুন্দুভিধ্বনি করা সুরুচির প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং তাঁহার অনিচ্ছাবশতই এ সম্বন্ধে এখন কিছু প্রকাশ করা গেল না; যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, কার্য্যপ্রণালী সাধারণের অবিদিত থাকিবে না।

সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়াও জীবনের এক অতি প্রধান গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। যিনি সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান, যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগের সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, তাঁহারা সেই সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রতি দিন প্রাতঃকালে এবং রজনীতে অগ্রে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের আরাধনা সুদীর্ঘ না হইলেও হৃদয়ের গভীর ভাবজ্ঞাপক; তাঁহাদিগের বাক্য আড়ম্বরহীন, কিন্তু কৃতজ্ঞতার উৎস সর্ব্বদাই উচ্ছসিত হইয়া হৃদয় ভূমি প্লাবিত করিতেছে। নিজের হৃদয় এবং ঊর্দ্ধে অনন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, সিদ্ধিদাতা বিধাতা তাঁহাদিগের শুভ কার্য্যে ও শুভ ইচ্ছার শুভ ফল বিধান করুন; সমুদয় মধুময় হউক।